বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬১, সংখ্যা ০৮, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৪, আগস্ট ২০১৭

এ সংখ্যায়

- বিশ্ব ইতিহাসের একটি বিরল হত্যাকাণ্ড
- জাতীয় শোক দিবস পালন
- বন্যার্তদের পাশে স্কাউট
- বিপি'র আত্মকথা
- তথ্য প্রযুক্তি
- সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।
- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।
- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।
- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।
- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬১ ■ সংখ্যা ০৮
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৪
আগস্ট ২০১৭

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

গ্রাফিক্স
মো. জিলানী চৌধুরী

বিনিময় মূল্যঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাতির ইতিহাসে আগস্ট মাস শোকাহত ও জাতির পিতাকে চিরতরে হারানোর মর্ম বেদনাময় মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরের সূর্য আলো ছড়িয়ে দেওয়ার আগেই এক নিমর্ম হত্যাকান্ডের শিকার হন বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের অন্যান্য প্রায় সব সদস্য। এ কঠিন নির্মমতা ঘটায় দেশের বিপদগামী কিছু সেনা সদস্য।

বাঙালি জাতির কাছে এ এক নজীরবিহীন সীমাহীন ট্রাজেডি ও অসমাপ্ত কষ্টের সীমাহীন যন্ত্রণাযুক্ত অনুভূতি। এই যন্ত্রণা-কষ্ট শোক ভুলবার নয়। এই পিতা হারানোর শোক আজ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশময় বঙ্গবন্ধুর আর্দশে অনুপ্রাণিত অনুজরা দেশ গঠনে অগ্রগামী ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির উন্নয়নে দিয়ে যাচ্ছেন গতিশীল নেতৃত্ব এবং তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দেশ এখন উন্নয়নের পথে এগুচ্ছে।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। এ দিবসে বাংলাদেশ স্কাউটসের পক্ষ থেকে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন এবং দেশব্যাপী স্কাউট সংগঠনসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে দিবসটি পালিত হয়।

ইতোমধ্যে বন্যায় প্লাবিত হয়েছে দেশের বেশকিছু জনপদ। সরকারি সাহায্য সহযোগিতায় ত্রাণ বিতরণ চলছে। স্কাউটরা তাদের স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব নিয়ে অতি দ্রুত বন্যাকবলিত এলাকায় সাধ্যমত ত্রাণ সামগ্রী ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করছে। আমরা স্কাউট-স্কাউটারদের এই মহতী প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি টুঙ্গিপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্কাউট সালাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের দৃশ্য।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

বিশ্ব ইতিহাসের একটি বিরল হত্যাকাণ্ড	০৩
যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন	০৪
বন্যার্তদের পাশে স্কাউট	০৫
জাতীয় ট্রেনার্স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত	০৬
রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া : চিরঞ্জীব বসুনিয়া	০৭
আত্মকথা – লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	০৯
ক্যামেরা সমাচার	১১
স্বদেশ-বিবৃতি	১৩
জানা-অজানা	১৪
চিত্র-বিচিত্র	১৫
স্বাস্থ্য কথা	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী : শিক্ষা সফর ঃ ভুটান দার্জিলিং	২৫
ছড়া-কবিতা	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
তথ্য-প্রযুক্তি	২৯
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩০
স্কাউট সংবাদ	৩১
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

বিশ্ব ইতিহাসের একটি বিরল হত্যাকাণ্ড

আগস্ট মাস বাঙালির কাছে মর্মবেদনার। এক বুক দুঃখ ও কষ্ট নিয়ে প্রতি বছর এ মাসটি স্মরণ করা হয়। শুধু বাংলাদেশে নয় বরং বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিটি বাঙালিই এই মাসকে লালন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন সাধারণ মানুষের হৃদয়ের সম্রাট। অবিসংবাদিত এ নেতা বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত-নির্যাতিত জনতার মুক্তির ইতিহাসে কিংবদন্তি। হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব দৈহিকভাবেই মহাকায় ছিলেন, সাধারণ বাঙালির থেকে অনেক উঁচুতে ছিল তার মাথাটি, সহজেই চোখে পড়ত তার উচ্চতা। একাত্তরে বাংলাদেশকে তিনিই আলোড়িত-বিস্ফোরিত করে চলেছিলেন। এই মহান নেতা জন্মগ্রহণ না করলে হয়তো স্বাধীন বাংলাদেশ লালিত স্বপ্ন হয়েই থাকত। অথচ তার জীবনেই ঘটল নির্মম মর্মান্তিক ঘটনা হত্যা। বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসের সবচেয়ে বিরল নির্মমতারই মুখোমুখি হলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরের সূর্য আলো ছড়িয়ে দেওয়ার আগে এক নির্মম হত্যার শিকার হন বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের অন্যান্য প্রায় সব সদস্য। এ এক কঠিন নির্মমতা! এ এক নজিরবিহীন অসামান্য ট্র্যাজেডি ও অসমাপ্ত কষ্টের সীমাহীন যন্ত্রণাযুক্ত অনুভূতি।'

নোবেল বিজয়ী উইলিবান্ট দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'মুজিব হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না, যারা মুজিবকে হত্যা করেছে তারা যে কোনো জঘন্য কাজ করতে পারে।' দক্ষিণ এশিয়ায় এমনকি সমগ্র বিশ্বেই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশ্বের ইতিহাসে আব্রাহাম লিংকন, মহাত্মা গান্ধী, জন এফ কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং, ললুম্বা, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বিশ্বের যে কোনো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পরিষ্কার পার্থক্য লক্ষণীয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, যা বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে বিরল। পৃথিবীতে এমন কোনো হত্যাকাণ্ড হয়নি যেখানে পুরো পরিবারকে হত্যার শিকার হতে হয়েছিল, একমাত্র বঙ্গবন্ধু পরিবার ছাড়া। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের হত্যাকাণ্ড শুধুমাত্র বাঙালির ইতিহাসে নির্মম ট্র্যাজেডি নয় বরং অভাগা এ জাতির জন্য ১৫ আগস্ট মর্মবিদায়ী ভয়াবহ শোকের দিন। তাই তো আমাদের জন্য আগস্ট মাস শোকের মাস। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট রাতের আঁধারে এ জাতি হারিয়েছে জনককে। যদিও শেখ রাসেলসহ অনেকেই রাজনীতির বাইরে ছিলেন তথাপিও কেন তাদের হত্যা করা হয়েছিল সে প্রশ্নের জবাব আজও অমীমাংসিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর মুষ্টিমেয় উচ্চাভিলাষী সদস্য এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ঘাতকরা সেদিন বাংলাদেশের জাতির জনকের সঙ্গে আর যাদের হত্যার শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলো মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা, শিশুপুত্র রাসেল, শেখ কামাল, শেখ জামাল, পুত্রবধূদ্বয়, একমাত্র ভাই ও অন্য স্বজনদের। হত্যার মাধ্যমে পরাজিতরা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল পরাজিত শক্তিদের নীলনকশা। তাদের পরিকল্পনা ছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তারা এ জাতির বীরত্বগাথা ইতিহাসকে অপ্রাসঙ্গিক করবে। বাঙালির ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, স্বাধিকার আন্দোলনের সর্বোপরি ৩০ লাখ শহীদের অবদান এবং লাখ লাখ মা-বোনের সম্মানের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা এ স্বাধীনতা অর্থহীন করে দিতেই ছিল তাদের পরিকল্পনা। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমেই শুরু হয় বাংলাদেশের ইতিহাসের গণতন্ত্রের সংকট, মৌলবাদের পুনর্বাসন, জঙ্গিবাদের উত্থান ও যুদ্ধাপরাধী প্রত্যাবর্তন। ১৫ আগস্ট পঁচাত্তর বাঙালি জাতির এক বিশাল কলঙ্কের অধ্যায়। ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড সংঘটন হওয়ার পর ইংলিশ এমপি জেমসলামন্ড দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশই শুধু এতিম হয়নি বিশ্ববাসী হারিয়েছে একজন মহান সন্তানকে।' বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার হতে সময় লেগেছে ৩৪ বছর। বেদনাদায়ক হলেও সত্য যে, জাতির পিতাকে হত্যার বিচারের জন্য আদালতে মামলা উঠাতেই সময় লেগেছে ২১ বছর। তথাপিও সুখের বিষয় এই যে, বিচার সম্পন্ন হয়েছে। রায়ও আংশিক কার্যকর হয়েছে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ আইনজীবী, কেউ চিকিৎসক আবার কেউ লেখক এসব সম্ভব হয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন বলিষ্ঠ নেতার শক্তিশালী নেতৃত্বের কারণে। আমরা যে যেখানে আছি সেই অবস্থান থেকেই বিশ্ব ইতিহাসে ঘটে যাওয়া একটি বিরল হত্যাকাণ্ডের শিকার এই অবিসংবাদিত জননেতার মূল্যায়ন করা উচিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে বাঙালি জাতি বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে অহর্নিশ যন্ত্রণার দহনে দগ্ধ প্রতিনিয়ত। জাতি যখন '৭১-এর মতো ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তখন বিশ্ব এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকর দেখতে পেয়েছে। আর এ বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর হয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এমনি এমনি হয়নি বরং এর জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। বিশ্বের ইতিহাসে এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, জনগণকে ভুল পথেও নিয়ে যাওয়া যায়; হিটলার মুসোলিনির মতো একনায়কেরাও জনগণকে দাবানলে, প্লাবনে, অগ্নিগিরিতে পরিণত করেছিল, যার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। তারা জনগণকে উন্মাদ আর মগজহীন প্রাণীতে পরিণত করেছিল। একাত্তরের মার্চে শেখ মুজিব সৃষ্টি করেছিল শুভ দাবানল, শুভ প্লাবন, শুভ আগ্নেয়গিরি, নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালি জাতিকে, যার ফলে আমরা আজ স্বাধীন।'

■ সংগৃহীত

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও অন্যান্য নেতাবৃন্দ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন

আগস্ট মাস বাঙালি জাতির শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এদেশের ইতিহাসে ঘটে যায় বর্বোরচিত হত্যাকান্ড, বিশ্বাস ঘাতকতার নির্মম ও নিষ্ঠুরতম বিরল ঘটনা। কুচক্রি, স্বার্থান্বেষী কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্য পরাজিত ঘাতক পাকিস্তানের ইন্ধনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ও তাঁর পরিবারের ১৭জন সদস্যকে হত্যা করে।এই দিনটিকে বাঙালি জাতি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। জাতীয় শোক দিবসের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৭ সালের ১৫ আগস্ট, ২০১৭, মঙ্গলবার বাংলাদেশ স্কাউটস যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও 'জাতীয় শোক দিবস' পালন করে। এই দিবসে সকাল ১০টায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) কাজী নাজমূল হক এবং ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান এর নেতৃত্বে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুস্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এতে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার, জাতীয় সদর দফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ঢাকা জেলা রোভার, ঢাকা জেলা রেলওয়ে, ঢাকা জেলা নৌ, ঢাকা জেলা এয়ার ও ঢাকা মেট্রোপলিটন এর স্কাউট, রোভার স্কাউট ও লিডারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দুপুর ২.৩০ মিনিটে শামস হল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা ও উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বিকেল ৪.৩০ মিনিটে শামস হল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় আলোচনা সভা বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের উপর নির্মিত ভিডিও প্রদর্শন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কাব স্কাউট মোহসিনা তায়্যিবা তিয়াস, স্কাউট হাসান মাহমুদ, রোভার স্কাউটন মোঃ আল আমিন, কাজী নাজমূল হক, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং), প্রফেসর মোঃ সায়েদুর রহমান, প্রাক্তন জাতীয় কমিশ,নার, জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান, কোষাধ্যক্ষ, ধন্যবাদ প্রদান করেন জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটসহ আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা মোঃ ফয়জুল্লাহ দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন। পরিশেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং দেশের সুখ ও সমৃদ্দির জন্য দোয়া করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে স্কাউটসের নেতৃবন্দও স্কাউটসের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

দিনাজপুরে বন্যার্তদের ত্রাণ বিতরণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য সেবা কর্মীদের সাথে রোভার স্কাউটরা সেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে

বন্যার্তদের পাশে স্কাউট

'সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা' এই মুলমন্ত্রকে বুকে ধারণ করে বিশ্বব্যাপী ১৬৯টি দেশের প্রায় ৫ কোটি স্কাউট তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে স্কাউট সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ। বাংলাদেশের স্কাউট সদস্যবৃন্দ দেশের যে কোন দুর্যোগে মানুষের পাশে গিয়ে দাড়ায়। এমন উদাহরণ আছে ভুরি ভুরি। রানা প্লাজায় উদ্ধার কাজ, সম্প্রতি পাহাড় ধস, স্পেকট্রাম ভবনে উদ্ধার কাজ,ঈদে সড়ক পথে যাত্রী সেবা, হজ্ব ক্যাম্পে হাজীদের সেবাদান, লঞ্চঘাটে যাত্রী সেবা, ট্রেন স্টেশনে যাত্রী সেবা কোথায় নেই স্কাউটদের পদচারনা। তেমনি পিছিয়ে নেই সম্প্রতিকালের ভয়াবহ বন্যায় স্কাউট সদস্যরা। এই বন্যায় স্কাউটরা তাদের সাধ্যমত সকল প্রকার সেবাদানে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। বন্যায় প্লাবিত সকল জেলা বা উপজেলা এলাকায় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায়, সরকারি, বেসরকারি, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণে সহায়তা প্রদানসহ নিজ নিজ উদ্যোগে বন্যার্তদের পাশে দাড়িয়েছে।

স্কাউট সদস্যবৃন্দ এই বন্যায় সেনাবাহিনী, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিসের সাথে বেড়ীবাধ রক্ষা, শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, বাধের ছিদ্র বন্ধ, ভেঙ্গে যাওয়া বাঁধটি মেরামতে কাজ করেছে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায়, সরকারি, বেসরকারি,

বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ও নিজ নিজ উদ্যোগে বন্যার্তদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া, তাদের খাদ্য সহায়তা অথবা মেডিকেল টীমের সাহায্যকারী হিসেবে সহায়তার প্রদান এবং বন্যা পরবর্তী পানি নেমে যাবার পর শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ করে। স্কাউট সদস্যদের সহায়তার মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, লবন, সয়াবিন তেল, আলু, খাবার স্যালাইন, মোমবাতি, ম্যাচ লাইট, আটা, চিনি, বিস্কুট, চিড়া, রুটি তৈরি ও বিতরণ, পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য ফিটকিরি, হ্যালোজেন ট্যাবলেট ও নগদ অর্থ বিতরণ করেছে। সাম্প্রতিক এই বন্যায় সেবার দিয়ে স্কাউটরা আবার প্রমাণ করেছে "মানুষ মানুষের জন্য"।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

জাতীয় ট্রেনার্স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ২৭-২৯ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে তিন দিনব্যাপী জাতীয় ট্রেনার্স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্স ডাইরেক্টর হিসেব দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস। জাতীয় ট্রেনার্স কনফারেন্সে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ-সভাপতি স্কাউটার মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক কনফারেন্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রবীন স্কাউটারগণ যেন প্রতিবার মৌচাকে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য প্রশিক্ষণ বিভাগকে পরামর্শ দেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর কর্মতৎপরতার প্রশংসা করে তিনি ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-১, ২ ও ৩ যুগোপযোগী করে পুন:মুদ্রণের কথা বলেন। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নবীন স্কাউটারদের চাহিদা ও পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। নিজেদের কী প্রত্যাশা আছে তা বিশ্লেষণ করার কথাও উল্লেখ করেন। উডব্যাজার থেকে এলটি পর্যন্ত সকল পর্যায়ের স্কাউটারগণের গুণগত মানোন্নয়নে ব্যাডেন পাওয়েলের 'Scouting for Boys' & 'Rovering to Success' বই দুটি পাঠ করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনফারেন্স ডাইরেক্টর স্কাউটার মোঃ মহসিন। তিনি তাঁর বক্তব্যে কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে সবাইকে স্বাগত জানান।

২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখ প্রধান অতিথি ও প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্বের আগমনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ট্রেনার্স নাইট। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ট্রেনার্স কনফারেন্সের কার্যক্রম তুলে ধরেন কনফারেন্স ডাইরেক্টর জনাব মোঃ মহসিন। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান তাঁর চমৎকার ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি প্রতি বছর ট্রেনার্স কনফারেন্স করা যায় কি না, বিষয়টির ব্যাপারে প্রশিক্ষণ বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যে ট্রেনার্স কনফারেন্সের মাধ্যমে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ট্রেনারদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি অগ্রজদের অভিজ্ঞতাকে অভিবাদন জানান। সমঝোতার মাধ্যমে সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে কাউকে পেছনে না ফেলে কিভাবে আমরা আমাদের কর্মপরিধি নির্ধারণ করব সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ইতিহাসকে সামনে নিয়ে আসার বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর মিউজিয়ামের আধুনিকীরণের বিষয়টিও তিনি সামনে আনেন। কাজের ক্ষেত্রে চিন্তার Diversification এর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্কাউটসকে সমৃদ্ধকরণের কথা বলেন। প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি অগ্রজ স্কাউটারদের স্মরণ করেন। তার পিআরএস অর্জন, মৌচাকে আগমনের প্রথম দিন, জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ, ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক প্রকাশনা, বিদেশীদের কোর্সে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর স্কাউটিং জীবন সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি মৌচাকের ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কেও কথা বলেন। স্কাউটারদের কার্যক্রমের ভিজিবিলিটি বাড়ানোর সাথে সাথে সততা, নৈতিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে স্কাউটিং করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। যেসব হারিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ জীবনের স্বর্ণসময় স্কাউটিংয়ে অতিবাহিত করেছেন তিনি তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ও কনফারেন্স চীফ কো অর্ডিনেটর। অন্যান্যদের মাঝে জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস) জনাব ফেরদৌস আহম্মেদ, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব মুঃ তৌহিদুল ইসলাম, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ, গাজীপুরের জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় স্কাউট ও তাদের অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয় উপবিষ্ট

■ প্রতিবেদক: মোঃ শামীমুল ইসলাম
উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস

রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া : চিরঞ্জীব বসুনিয়া

হ্যাঁ রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়ার কথাই বলছি। আমাদের স্কাউট গুরু বসুনিয়া ভাই। বাংলাদেশ স্কাউটস্ এর মূর্তপ্রতীক বসুনিয়া ভাই। এগুলো স্বাভাবিক কথা। সর্ব পরিচিত কথা। তবে তিনি শুধু স্কাউট গুরুই ছিলেন না। শুধু বসুনিয়া নামেই আদৃত ছিলেন না। শুধুই পরিচিত ছিলেন-পরিচিত হয়ে গেছেন এক বিশ্ব মানবতাবাদী- এক বিশ্ব মানবের প্রতিচ্ছবিতে। হ্যাঁ বাংলাদেশ স্কাউটস এর সে বসুনিয়া ভাই। আমাদের সর্বজন বিদিত বিদগ্ধ পন্ডিত রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া। প্রচার বিমূখ সকলের আদৃত বসুনিয়া ভাই। আর এ প্রয়াত সৈনিকের স্মরণেই তড়িঘড়ি করে দু'কলম লিখার প্রয়াস আরকি।

ঐ দিন ছিল ৩০ জুলাই, ২০১৭। সকাল ৯টা বা এর এদিক সেদিক হবে। আমি চিরায়ত নিয়মেই যথাসময়ে ফজরের নামাজ আদায় করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া টাউনে জেলা রোভার সম্পাদক মোহাম্মদ শরিফ জসীম এর বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। ঐ ৩ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে ডি.সি. সাহেবের কার্যালয়ে সার্কিট হাউজে বেসিক কোর্স পূর্ববর্তী ওরিয়েন্টেশন কোর্সের জরুরী আলোচনা ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ফুলবাড়িয়াস্থ জেলা রোভারের অস্থায়ী কার্যালয়ের দিকে। হঠাৎ টিং টিং করে একটা মোবাইল ফোন বেঁজে উঠল। শেষের নম্বর গুলো .....৬৬ এ ধরনের। পরক্ষণেই ভাবলাম এ'তো রহমান ভাইয়ের মোবাইল নম্বর। আমাদের রোভার অঞ্চলের বর্তমান কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান ভাই। বললাম, হ্যালো গুরু কেমন আছেন? পরক্ষণেই ওনি বললেন, মুকু একটা দুঃসংবাদ আছে। বললাম দুঃসংবাদ! ওনি বললেন, আমাদের রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া আর নেই। আজ শেষ রাতে ইহকাল ছেড়ে চলে গেছেন (ইন্নাল্লিাহে..... রাজিউন)। আমি কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ক'দিন আগে আমাদের ফিল্ড কমিশনার গোলাম মাসুদ বলেছিল বসুনিয়া ভাই ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি আছে। এখন ভালো'র দিকে। দোয়া করবেন স্যার। পরক্ষণেই জানা নেই শোনা নেই অবুজ বালকের মতো শরিফ জসীম এর বিশ্ব রোডের বাসার সম্মুখেই বসে কান্না জুড়িয়ে

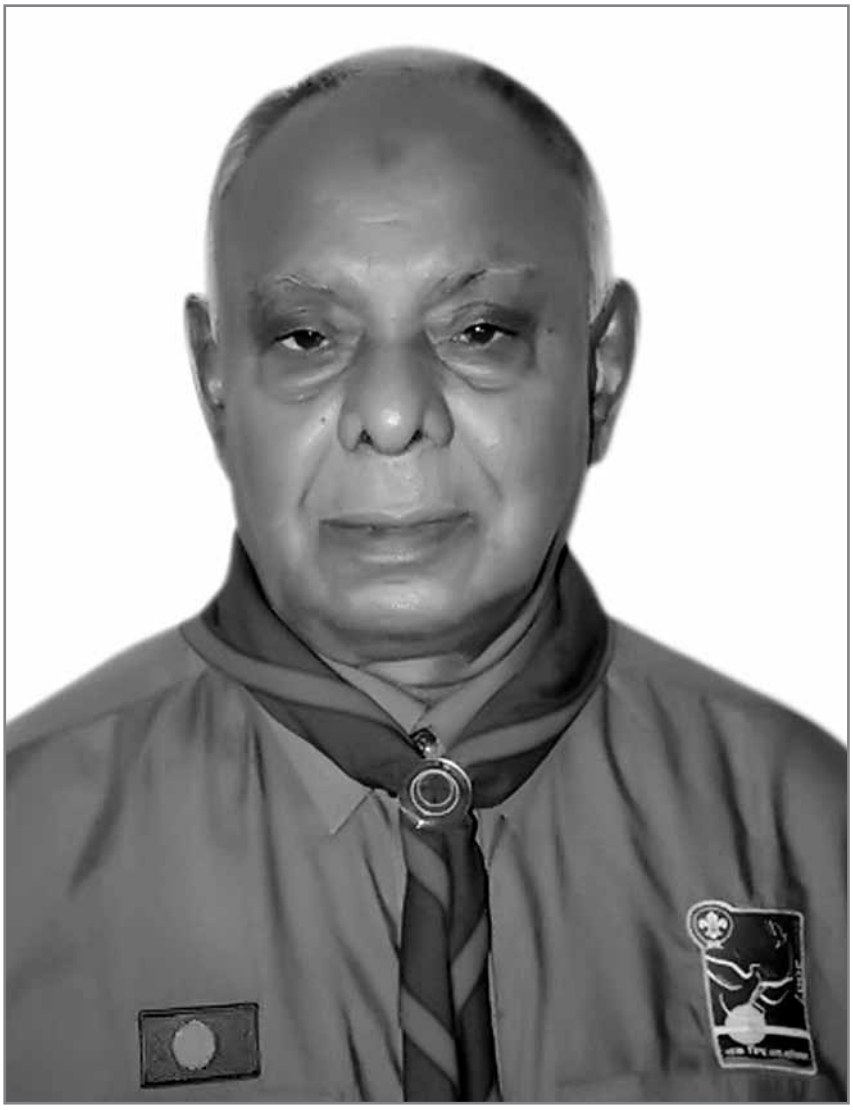

ছবি : মরহুম রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া, এলটি

দিলাম। হাউ-মাউ কান্না---একেবারে বাচ্চার মতোই। পথচারীরাও বলছিল স্যার আপনার কি হয়েছে? কি হয়েছে? আমি কিছুই বলতে পারছিলাম না। রহমান ভাই আর আমি উভয়ই অযৌক্তিক ভাবে হাউ-মাউ করে কান্না শুরু করে দিলাম। প্রায় দু'-তিন মিনিট হবে। পরক্ষণেই ফোন বন্ধ হয়ে গেল। এর ঠিক আধ ঘন্টা পরেই আরেকটি মোবাইল নাম্বার। শেষে ...০৫। বুঝতে পারলাম। ছায়েদুর রহমান স্যার। একই ভঙ্গি-একই কান্নায়। আমাদের কে যেন চলে গেছেন। আমাদের ছেড়ে আরেক দুনিয়ায়। কাঁদতে কাঁদতে- কাঁদতে কাঁদতে শরিফের বাসার গেইটে গেলাম। সম্পাদক শরিফ জসীম তো আমাকে এ অবস্থায় দেখে হতবাক। সেও ভাবতে পারছিল না কি হয়েছে? হঠাৎ বলে উঠল স্যার আপনার কি হয়েছে? স্যার? একেবারেই আমার বসা অবস্থায়ই হাউ-মাউ করে কান্না বিজড়িত কণ্ঠেই বলছিলাম, শরিফ রে শরিফ! আমাদের বসুনিয়া ভাই মরে গেছে রে! বসুনিয়া ভাই মরে গেছে!

যেন কত জনমের আপন বন্ধু বসুনিয়া ভাই-পথ প্রদর্শক বসুনিয়া। রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া। আশ্চর্য ! শরিফ জসীমও হাউ-মাউ

চিরঞ্জীব বসুনিয়া

করে কান্না জুড়ে দিল। আমাদের কি হবে স্যার! আমরা কোথায় যাব?

ইতোমধ্যেই আমার সম্বিৎ ফিরলো। দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। আর মাক্কী সূরা আম্বিয়ার সে ৩৫ নম্বর আয়াত পাঠ শুরু করলাম–"কুল্লুনাফ্সিন্ -যা-য়িক্বতুল মাউত্; অনাব্লূকুম্ বিশ্শার্রি অল্ খাইরি ফিত্নাহ্; অইলাইনা তুর্জা'উন্।" (প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদের পরীক্ষা করি, মন্দ ও ভাল দিয়ে, অতঃপর আমার কাছেই আসবে)।

রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া ১৯৪৩ সালে বৃহত্তর রংপুরের নীলফামারী জেলার চিলাহাটিতে এক সম্ভান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল জনাব মহিউদ্দিন বসুনিয়া। তাঁরা পাঁচ ভাই-বোন ছিলেন। বোন ছিলেন সবার বড়। আদৃত বসুনিয়া বাকী পাঁচ ভাইয়ের দ্বিতীয় জন। এদেশের তথা নীলফামারীর চিলাহাটির সে রত্নগর্বা সন্তান। আজীবন মানুষের জন্য কেঁদেছেন। যে যা' চেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। এমনকি চিলাহাটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেও যে পেনশনের টাকা পেয়েছিলেন তা-ও বিলিয়ে দেন। তিনি ছিলেন চির কুমার। মহামানব-এক মানবতাবাদি বিশ্ব বন্ধু।

বসুনিয়া পৃথিবীতে একটাই এসেছিলো। জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশে রংপুরের চিলাহাটিতে।

আজ বসুনিয়া নেই। প্রয়াত। কিন্তু তাঁর প্রতিচ্ছবি রয়ে গেছে তাঁর ভক্ত–অঢেল ভক্তের কাছে। যাঁরা তাঁকে স্মরণাতীত কালের জন্যও স্মরণ করবে– আগলিয়ে রাখবে বুকের পাঁজরে।

তিনি কয়েক বারই আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাসায় এসেছিলেন। গেল ৭/৮ বছর আগে আমার কলেজ পাড়ার বাড়ীতে। একটা কোর্সে-এর কোর্স লিডার হিসাবে। সঙ্গে ছিল আমাদের মাসুদ। ফিল্ড কমিশনার গোলাম মাসুদ। বাসায় এসেছিলেন আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী ফাতেহা আফরোজ রোজী'র (যাকে তিনি রোজী বলেই ডাকতেন), ও পরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী (যা'কে আমি পরে বিয়ে করি) তাসলিমা নাসরিন জিমির সময় (জিমি এখনও আছে)। এসেই বলতেন জিমি, কেমন আছো? এ যেন এক শিশু সুলভ আজব মানুষ। আর তিনি শিশু সুলভ জীবনই কাটিয়ে গেছেন। জিমির কত বছরের কত যুগের পরমাত্মীয়-আপন জন। সাধ্যমত আপ্যায়ন করতাম। যতটুক পারি যত্ন নিতাম।

ঐ দিন যখন বললাম, জিমি শুনেছ? রহমান ভাই টেলিফোন করেছেন, বসুনিয়া ভাই আর নেই। এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। ও বলল হায়-হায় উনি কেন মরে গেলেন? আমি বললাম, পাগলের প্রলাপ করছ? মৃত্যু এসেছে বলে চলে গেছেন। আবার বলল, এমন ভাল মানুষটি কেন চলে গেল? আমার ছোট্ট ছেলে রাগিব জুলফিকার রাসাও বলে উঠল আব্বু, কে মারা গেছে? আমি বললাম, তোমার বসুনিয়া নানা। সে বলল, বসুনিয়া নানা কেমন আছে? তারপর...।

বসুনিয়া ভাই আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী'র একমাত্র পুত্র কাশরুল পাশা আর দ্বিতীয় পক্ষের রাগিব জুলফিকার রাসা'কে ঠিক একই আঙ্গিকে শিশু সুলভ ভঙ্গিতে বগলে আগলিয়ে ধরতেন। এ এক আজব দৃশ্য।

যাক সে দৃশ্য। আসলে এ দুনিয়া এক আজব জায়গা। সারাটাই আজব দৃশ্য।

আজ বসুনিয়া নেই। তাতে কি আসে যায়? আমরা বসুনিয়ার কাছ থেকে যা শিখেছি তার লেশ ধরে, তার শেকড় ধরে আরও হাজার- লক্ষ বসুনিয়া তৈরি করে যাব। তাহলেই হলো। যদিও কথাটি সহজ নয়। ভীষণ কঠিন। তবে যতই কঠিন হোক আমরা পারবো। আমাদের পারতেই হবে। আর এটাই হবে স্বার্থক জীবন। এ সত্যনিষ্ঠ ন্যায়ের প্রতীক বীরদের জন্যেই যুগে যুগে সভ্যতা- আজকের রাষ্ট্র- কল্যাণকামী রাষ্ট্র স্বার্থক জীবনের একমাত্র বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। পিছিয়ে গেলে চলবে না। পরাজয়ে ডরে না বীর। এ ভয় না করে সমাজকে এভাবে যারা একের পর একেক করে সুন্দর কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা দিয়ে গেছে অতীতের প্রেরণায়। তারাই তো মানুষ। বসুনিয়ারা মরে না। ভাল মানুষ হউন- অন্ততঃ বসুনিয়া- মাদার তেরেসা বা রিভবান উইঙ্কেল!

আমার অবুঝ প্রলাপ- হায়রে বসুনিয়া! বসুনিয়া ভাই! তুমি আজ কোথায়? বসুনিয়াকে দেখব সকল স্কুল-কলেজ মাঠে। তাস্ল ব্রিজ, মানকি ব্রিজ তৈরি করতে- ক্লোভহিচ্ আর যত স্কাউটিং পদ্ধতিতে। যাঁর মৃত্যু নেই। ক্ষয় নেই।

এ স্বল্প পরিসর লেখায় আমার শেষ আকূতি, শেষ অনুভূতি। বসুনিয়াকে আমরা দেখেছি। শুনেছি। তার সঙ্গে চলেছি। আমার আধা ভাঙ্গা লেখা আর কল্পনার ছবি, আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভক্ত, যারা সারা বাংলায় আজ ছড়িয়ে আছে। যারা আজ বাংলাদেশ স্কাউটস এর মতো মানবতাবাদী আন্দোলন চালাচ্ছেন তাদের সাথেও একই অনুভূতি হয়তো। তাঁদের অনেককেই রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া স্যারের দর্শনে, মননে, ম্রিয়মান হতে দেখেছি। আমার ব্যক্তিগত একান্ত অনুভূতি, চাওয়া ও বলা যায়– তার নামকে চির জাগ্রত করে রাখতে বাংলাদেশ স্কাউটস বা এহেন সরকারি কোন সেবা সংগঠনের সামনে এ মহাপ্রয়াত ঋষিসম পবিত্র আত্মাটিকে লোকালয়ে চিরস্থায়ী করে রাখতে একটি বড় স্মৃতিস্তম্ভ বা হলের নামকরণ করা। যেমন প্রস্তাবনা স্বরূপ আমাদের গাজীপুরের বাহাদুরপুর রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল হলঘরকে বলা যায়, নাম বদলি করে "বসুনিয়া হল", বাহাদুরপুর, গাজীপুর। এ ধরনের সম্মুখ গেইটে তাঁর হুবহু রিপ্লিকার আঁকা একখানা বড় ছবি- প্রতিচ্ছবিও টানানো যায়। এটা যথার্থই ঠিকও হবে হয়তো। উদ্বুদ্ধ হবে জাতি। স্বার্থক হবে আমাদের চাওয়া-পাওয়া। আমাদের সকলের পদচারনা। পোষাক পড়া তার সে হাস্যোজ্জ্বল ছবি। যা' জানান দেবে তোমরা মানবতাকে আঁকড়ে ধর- আরও আঁকড়ে ধর। সব নিঃস্বার্থ ভাবেই উজাড় করে। আর তা, হলেও অন্ততঃ সামান্যতম আত্মতৃপ্তি পাওয়া যাবে। কিছুটা হলেও প্রকৃত ঋণ পরিশোধ হবে। তাঁর ছবি সম্বলিত কোন স্মৃতিস্তম্ব বা 'গ্রেট হলের' সম্মুখে দাড়িয়ে বলা যাবে- পরবর্তী প্রজন্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বলবে- এই সেই বসুনিয়া- বসুনিয়া ভাই। যিনি সারাটি জীবন মানব কল্যাণে জাগ্রত ছিলেন। যতক্ষণ জীবিত ছিলেন তার চিন্তা ছিল মানুষের- নির্যাতিত মানুষের- তথা এ সৃজনের। সে "গ্রেট হল"এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে-একান্ত নীরবে দাঁড়িয়ে হয়তো একটু আস্ফালন করা যাবে– আমাদের বসুনিয়া ভাই। তুমি যুগে যুগে জিঁইয়ে থেকো। তুমি আজ এ ভবে নেই। কিন্তু থেকে যাবে যুগে যুগে–আগত মানব কাফেলায়। যাঁরা প্রেরণা পাবে আরেকটা দুনিয়ার। বসবাস যোগ্য শান্তিময় দুনিয়ার।

তোমার মৃত্যু নেই।
তুমি চির অম্লান!
চি-র অ-ম্লা-ন।

■ লেখক: প্রফেসর মো: মুখলেছুর রহমান

আত্মকথা
লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

■ পূর্ব প্রকাশের পরঃ

নীতি : মধ্যযুগের নাইটদের দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় সকল বালকেরই আকর্ষণ রয়েছে। তাদের নৈতিক অনুভূতিতেও তার আকর্ষণ আছে। তাঁদের বীরত্বের নীতির মধ্যে আছে সম্মান, আত্মশৃঙ্খলা, সৌজন্যবোধ, সাহস, স্বার্থহীন কর্তব্যবোধ, সেবা এবং ধর্মের নির্দেশনা। এসব গুণ এবং অন্যান্য উত্তম গুণ যদি স্কাউটের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে তা সহজেই গ্রহনযোগ্য হবে।

স্কাউট আইন : 'নিষেধের' তালিকা দিয়ে স্কাউট আইন তৈরি হয় নি। নিষেধে সাধারনত এরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আসে। অথচ লাল রক্তের অধিকারী প্রত্যেক বালক (বা মানুষ) এর মধ্যে আছে চ্যালেঞ্জের চেতনা। তাই 'করো না' এ কথা বলে বালককে পরিচালনা করা যায় না, বরং 'কর' বললে তাকে চালানো যায়। তাই স্কাউট আইন তৈরি করা হয়েছে তার কাজের নিদের্শনার জন্য, তা ত্রুটি দমন করার জন্য নয়। এতে শুধু দেখানো হয়েছে স্কাউটের জন্য যা ভাল এবং যা তার কাছে আশা করা যায়।

১. স্কাউটের আত্মমর্যাদা বিশ্বাসযোগ্য।
২. স্কাউট অনুগত।
৩. স্কাউটের কাজ উপকারী হওয়া।
৪. স্কাউট সবার বন্ধু।
৫. স্কাউট ভদ্র।
৬. স্কাউট জীবের বন্ধু।
৭. স্কাউট আদেশ পালন করে।
৮. স্কাউট সকল বিপদেই হাসিখুসি থাকে ও শিস দেয়।
৯. স্কাউট মিতব্যয়ী।
১০. স্কাউট চিন্তায় কথা ও কাজে নির্মল।

প্রতিজ্ঞা : ১৯০২ সালে ছোট্ট এক বালকের কাছ থেকে পাওয়া চিঠির মাধ্যমে আমি উপলব্ধি করলাম যে, কোনো বালক যদি কোনো অন্যায় করে তবে প্রতিজ্ঞা করে সে রক্ষা পেতে চায়।

সে লিখেছিল, আমি আমার অন্তর দিয়ে আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করব যে, আমি কখনই মদ ধূমপান করব না। আপনি একজন বীর সেনানী এবং আমিও আপনার মত হব। –আপনার স্নেহময়....।'

তাই আমি স্কাউটদের জন্য আনুষ্ঠানিক ছোট প্রতিজ্ঞার বিধান করলাম– যা শপথ হিসেবে মনে রাখা সহজ। সেখানে তার সাধ্যমত করার কথা বলা হয়েছে–

১. স্রষ্টা ও দেশের প্রতি কর্তব্য করা (কেবল অনুগত থাকা নয়, সেটা মানসিক অবস্থা মাত্র, কিছু অবশ্যই করতে হবে)।
২. প্রতিদিন কারও না কারও উপকার করা (অর্থাৎ প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য)।
৩. স্কাউট আইন মেনে চলা।

সী-স্কাউট

আমি ছোটবেলায় ভাইদের সঙ্গে হালকা নৌকায় চড়ে সাগরে গিয়েছি। সেই প্রশিক্ষণের অসাধারণ গুরুত্ব আমি বুঝতে পেরেছিলাম। এতে এমন কিছু গুনের বিকাশ ঘটেছে যা স্থলভাগের কোনো প্রশিক্ষনে লাভ করা সম্ভব ছিল না। এটা শরীরের স্বাস্থ্যগত দিকে উন্নয়ন ছাড়াও সামুদ্রিক ঝুঁকি ও কষ্টকর পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত করে। তার মধ্যে তখন সাবধানতা ও সর্তকতার অনুশীলন চলে। সেই সঙ্গে শৃঙ্খলা, আত্মনির্ভরতা ও সামর্থ্য– সবকিছুই তখন তাকে একজন যর্থার্থ পুরুষ হিসেবে গড়ে তোলে। আধুনিক নিয়মনীতি এবং 'নিরাপত্তাই প্রথম' এমন ফ্যাশনের দিনে সী-স্কাউট আধুনিক মানুষ তৈরির প্রয়োজনে কষ্ট সহিষ্ণুতার সৃষ্টি করে।

তাই আমরা আন্দোলনের একটি সী-স্কাউট শাখা স্থাপন করলাম। পাঁচ বছর পর দেশ যখন মহাযুদ্ধে জড়িত হল তখন তার গুরুত্ব প্রমাণিত হল।তখন স্কাউট আন্দোলন সরকারের আবেদনে সাড়া দিল। তখন তারা উপকূল পাহাড়ার দায়িত্ব নিল এবং সাগরে দায়িত্ব পালনের জন্য কোস্টগার্ডকে অব্যাহতি দান করল।

আত্মকথা

সংগঠন : শুরুতে বয় স্কাউট দল সংগঠিত হয় প্রায় বত্রিশ জনের একটি দলে এবং তার উপবিভাগ ছিল আট জনের এক একটি উপদল। কয়েক বছর পর বয়স অনুসারে এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণে তিন শ্রেণিতে তাদের ভাগ করা হল। যেমন, উলফকাব– আট থেকে বার বছর বয়সে ছয় জন করে দল কাব– এক এক জন বালকনেতার অধীনে। স্কাউট ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী দল ট্রুপ। ছয় বা আট জনের এক একটি উপদল– একজন বালকনেতার অধীনে কয়েকটি উপদল পেট্রল নিয়ে গঠিত।

এই তিনটি স্তর মিলে হবে একটি গ্রুপ– তার নেতৃত্বে থাকবেন একজন গ্রুপ স্কাউটমাস্টার।

কাব দল বা স্কাউট দলের সদস্য সংখ্যা বত্রিশ অতিক্রম করতে পারবে না। আমি এই সংখ্যার পরামর্শ দিচ্ছি এ কারণে যে, আমি দেখেছি, ষোল জনকে নিয়ে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের জন্য আমি কাজ করতে পারি। আমি নিজে যা করতে সমর্থ তার দ্বিগুণ অন্য লোকদের জন্য অনুমতি দিতে পারি। এভাবে মোট সংখ্যা হয় বত্রিশ।

স্কাউট প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বিশ্লেষণ

১. চরিত্র

অর্জনযোগ্য গুণ	চর্চার মাধ্যম
• নাগরিকের কাজ	• উপদলের কাজ
• অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা	• দলীয় খেলা
• শৃঙ্খলা	• কোর্ট অব অনার
• দায়িত্ববোধ	উপদল নেতার
• নৈতিক মর্যাদা	পরিষদ
• বীরত্ব	স্কাউট আইন
• স্বনির্ভরতা	ও প্রতিজ্ঞা
• সাহস	
• বিনোদনের যোগ্যতা	• স্কউট কার্যাবলি
• উচ্চ চিন্তাধারা	• প্রকৃতি উপভোগ
• ধর্ম	• প্রকৃতি-জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ
• শ্রদ্ধাবোধ	• জ্যোতির্বিদ্যা
• আত্মসম্মান	• জীবের প্রতি দয়া
• আনুগত্য	• অপরের সেবা

২. স্বাস্থ্য ও শক্তি

অর্জনযোগ্য গুণ	চর্চার মাধ্যম
• স্বাস্থ্য ও শক্তি	• ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের জন্য দায়িত্ববোধ
	• স্বাস্থ্য বিধি
	• সংযম
	• মিতাচার
	• শিবিরবাস
	• দৈহিক উন্নতি
	• খেলাধুলা
	• সাঁতার
	• পরিভ্রমণ
	• পাহাড়ে ওঠা ও প্রকৃতির কার্যাবলি

৩.হাতের কাজ ও দক্ষতা

অজ্যনযোগ্য গুণ	চর্চার মাধ্যম
• কারিগরি দক্ষতা	• স্কাউট কলা
• আবিষ্কার প্রবণতা	• শিবির অভিযান
• বুদ্ধিবৃত্তি	• পাইওনিয়ারিং
• অনুমান	• নানারকম হাতের কাজে ব্যাজ অর্জন
• আত্মবিকাশ	• শখ
	• বনকলা
	• চিহ্ন অনুসরণ

৪.অপরের সেবা

অর্জনযোগ্য গুণ	চর্চার মাধ্যম
• স্বার্থহীনতা	• স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞা
• নাগারক দায়িত্ব	• পরোপকার
• দেশপ্রেম	• প্রাথমিক প্রতিবিধান
• দেশের সেবা	• জীবনরক্ষা
• মানবতার সেবা	• দুর্ঘটনা-দল
• স্রষ্টার প্রতি সেবা	• হাসপাতাল কার্যাবলি
	• অন্যান্য সমাজসেবা কাজ

স্কাউটমাস্টার

বালকদের নিয়ে স্কাউটিংয়ের ব্যাপারটি ঠিকই আছে। তবে স্কাউটিং পরিচালনার জন্য বয়স্ক নেতৃত্বের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনার যোগ্য। বালকেরা নিজেরাই এ প্রশ্নের অনেকটা মীমাংসা করে ফেলেছে। দরকার মত বয়স্ক কর্মকর্তা চিহ্নিত করার বুদ্ধি তাদের আছে। তারা যার যার প্রতিবেশীদের মধ্যে খুঁজে নেয় সেই সব লোক যাঁরা নেতা হওয়ার জন্য যোগ্যতা রাখেন।

আমি নিজে বয়েজ ব্রিগেডের অফিসারদের মধ্যে প্রচুর নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তির দেখা পেয়েছি। আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আমাদের জনগণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশপ্রেমিক আছেন যাঁরা বালকদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সময় ব্যয় করতে এবং আনন্দ পেতে ইচ্ছুক।

■ চলবে...

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস

ক্যামেরা সমাচার

টেলিভিশন সাংবাদিকের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ইক্যুইপমেন্ট হলো ভিডিও ক্যামেরা। এটা সব সময়ই সাথে রাখতে হয়। বিশেষ করে মফস্বলে কর্মরত টেলিভিশন সাংবাদিকদের। মুফতি হান্নানের মামলার আপডেট নিয়ে নিউজ করতে মঙ্গলবার সকালে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে ছবি তুলছিলাম। হঠাৎ আমার ক্যামেরাটা নষ্ট হয়ে গেল। সাবেক বৃটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর হামলার ঘটনায় মুফতি হান্নানকে, দেওয়া মৃত্যুদন্ডের রিভিউ পিটিশন উচ্চ আদালতে খারিজ হয়ে গেছে। এখন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চাওয়া আর ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলে পড়া হরকাতুল জেহাদ নেতা মুফতি হান্নানের সামনে এ দুটো কাজই বাকী। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি মুফতি হান্নানের মৃত্যুদন্ডের বাস্তবায়ন দেখতে চায়। এ মূহুর্তে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ইস্যুই মুফতি হান্নান। প্রতিদিনই এ সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে। এ অবস্থায় ক্যামেরা নষ্ট হওয়া মানে টেলিভিশনে কর্মরত মফস্বলের সাংবাদিক হিসেবে আমি একদম পঁচা কাঠাল।

বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ক্যামেরা মেরামত করতে ছুটলাম রাজধানীর বঙ্গবন্ধু ষ্টেডিয়াম মার্কেটে। বন্ধন ইলেক্ট্রনিক্সের মালিক এবং রিপেয়ারার বিপ্লব কুমার প্রামানিক ওরফে বাবু সারাদেশের টেলিভিশন সাংবাদিকদের পরিচিত মূখ। সবাই তাকে বাবুভাই নামেই চিনে। প্রিন্সসহ আরো দু'য়েকজন রিপেয়ারার আছে ষ্টেডিয়াম মার্কেটে। হাতযশের কারণে বাবুর পরিচিতিই বেশী। প্রথমে হেলপার ক্যামেরাটা নাটবল্টুসহ খুলে ফেললো। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলো টেবিলের উপর।যেন অপারেশন থিয়েটারে লোকাল এনেসথেসিয়া দিয়ে রোগীকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে ব্যস্ত সার্জনের অপেক্ষায়। বিখ্যাত বাবুভাই দোকানে এলেন পৌনে ১১টার দিকে। বাবু একবার ঝালাই দেয় তো একবার গরম হাওয়া দেয়।এটা বদলায় ওটা খুলে নেয়। স্পিরিট দেয় আর তুলা দিয়ে মোছে। এভাবেই চললো ৫/৬ ঘন্টা। মেরামত করতে পারলেন না তিনিও। অবশেষে বিকাল ৪টার দিকে বাবু জানালেন মেরামত করতে ৮ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। তদুপরি ক্যামেরাটা রেখে যেতে হবে এক সপ্তাহের জন্য। কিন্তু কতদিন টিকবে সেটা নিশ্চিত না। এ ধরনের ঘটনায় আমার বাজে অভিজ্ঞতার রয়েছে। ক্যামেরা ১০০ ভাগ রিপেয়ার হয় না। একদিক মেরামত হলে আরেক দিক নষ্ট হয়ে যায় বা নষ্ট করে দেয়া হয়। যানজটের শহরে বার বার ষ্টেডিয়াম মার্কেটে দৌড়াতে দৌড়াতে সাংবাদিকের হয় বে দিশা অবস্থা। এর চেয়ে খারাপ পরিস্থিতিও হয় অনেক সময়। রেখে যাওয়া ক্যামেরা আর কখনোই ফেরৎ পাওয়া যায় না। তখন বাধ্য হয়ে রিপেয়ারারকে আমি ক্যামেরা বিক্রয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি ৭ হাজার টাকা দিতে চাইলেন। দর কষাকষিতেও লাভ হলো না। ৫০ হাজার ৫শত টাকায় কেনা ক্যামেরা প্রায় আড়াই বছর বিশ্বস্ততার সাথে সার্ভিস দিয়েছে। ওটা বিক্রি করতে কষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে ৭ হাজার টাকায়ই বিক্রি করে দিলাম আমার প্রিয় ক্যামেরাটা।

এবার ক্যামেরা কেনার পালা। ঢাকার বসুন্ধরা সিটি শপিং মল আর বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেটেই মূলত: ভিডিও ক্যামেরার দোকান বেশী। বর্তমানে দেশে যে ২৪/২৫টি টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে, তাদের সবগুলোতেই HD ক্যামেরা ব্যবহার হয়।ঐউ ক্যামেরার মধ্যে আমাদের দেশে SONY এবং PANASONIC কোম্পানীর ক্যামেরা বেশী প্রচলিত।

ঢুকলাম বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেটে পূর্ব পরিচিত ক্যামেরার দোকান

ক্যামেরা সমাচার

সোহেল ইলেক্ট্রনিক্সে। দোকানীর নাম প্রদীপ কুমার বসাক। এক যুগ আগে যেমন দেখেছিলাম এখনো ঠিক তেমনি আছেন। কাঁচা পাকা চুল, আদি ঢাকাইয়া বেটে খাটে মানুষটি চলনে বলনেও ঠিক আগের মতই। ২০০৫ সালে টেলিভিশন সাংবাদিকতার হাতে খড়ি নেয়ার সময় যে ক্যামেরা কিনেছিলাম, সেটাও এই দোকান থেকেই কেনা। ফজলুল হক মোড়ল ভাইকে সাথে নিয়ে ২৫ হাজার টাকায় জাপানী PANASONIC ক্যামেরা কিনে ছিলাম। তারপর কত ক্যামেরা কিনলাম আর রিপেয়ার করালাম তার লেখাজোখা নেই।ক্যামেরা কিনে নেয়ার পর ১ মাসও ব্যবহার করতে পারিনি সে অভিজ্ঞতাও আছে। সে আমলে ক্যামেরায় মিনি ডিবি ক্যাসেট ব্যবহার হতো। ২০১১/১২ সালের দিকে বাজারে আসে আধুনিক মেমোরী কার্ড সিস্টেম ক্যামেরা। ২০১০-১১ সালের দিকে সিডি সিস্টেমের ক্যামেরা বাজারের এসেছিলো। অবশ্য টেলিভিশন সাংবাদিকরা সিডি সিস্টেম ঐ ক্যামেরাগুলো ব্যবহার করেনি। ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত ঘটনার ভিডিও ফুটেজ ধারণ করে টিভি ষ্টেশনে ক্যাসেট পাঠাতে হতো। সে সময়ের কষ্ঠের কথা বললে এ যুগের সাংবাদিকরা কেউ বিশ্বাস করবে না। দিনে ৫টি ঘটনা ঘটলে ৫ বার ৫টি ক্যাসেট নিয়ে ঢাকায় দৌড়াতে হতো। তারপর ডাটা ট্রান্সফারের একটা পদ্ধতি বের হলো। ডাটা ক্যাবল ব্যবহার করে ক্যাসেট টু ক্যাসেট ফুটেজ কপি করার পদ্ধতি চালু হলো। একটা করে নতুন টেলিভিশন চালু হওয়ার সাথে সাথে যোগাযোগের একেকটা নতুন দিগন্ত আমাদের সামনে উন্মোচন হয়। এখন তো ইমেইল, এফটিপি, আপলোডসহ নানা উপায়ে ভিডিও ফুটেজ টেলিভিশনে পাঠানো যায়। সর্বশেষ চালু হয়েছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পাঠানো ফুটেজ সরাসরি সম্প্রচার করা।

ষ্টেডিয়াম মার্কেট, বায়তুল মোকাররম মার্কেটের কয়েকটা দোকানে ঢুঁ মেরে দেখলাম ক্যামেরা ব্যবসার আরো খারাপ অবস্থা। অনেকেই ক্যামেরা ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসায় নেমেছেন। দোকানগুলোতে ব্যবহৃত, রিপেয়ারকৃত ক্যামেরাই বেশী। ইনটেক্ট অবস্থায় আমদানীকৃত ক্যামেরা পাওয়া গেল না। যা পাওয়া যায় অধিকাংশই লাগেজ পার্টির ব্যাগে আসা অথবা অর্থাভাবে বিক্রি করা বিদেশ ফেরৎদের ক্যামেরা। ফলে বহু দাগ, লেখা উঠে যাওয়া ক্যামেরা।

ফলে সোহেল ইলেক্ট্রনিক্স থেকেই ৪৫ হাজার টাকায় কিনে ফেললাম SONY XR ৫০০ হ্যান্ডিক্যাম HD ক্যামেরা। নানা কসরত করে সাথে মেমোরী কার্ড, ফ্লাশ গান, বেল্ট পাওয়া গেল। আমার ৩২ জিবি প্রয়োজন হলেও পাওয়া গেল TOSHIBA ১৬ জিবি মেমোরী কার্ড। বায়তুল মোকাররম মসজিদের মাইকে তখন মাগরিবের আযান হচ্ছে। গাড়ী নিয়ে রাস্তায় বের হতে প্রায় ৭টা বেজে গেল। নতুন পণ্য ক্রয়ের পর বার বার দেখতে হয়। গাড়ীতে বসে ক্যামেরা অন করলাম। যাহ! ক্যামেরা মেমোরী কার্ড এক্সেপ্ট করে না। আবার দোকানে ছুট লাগাতে হলো। দোকানী প্রদীপ বাবু কায়দা করে ২জিবি মেমোরী কার্ডটাই গছিয়ে দিলেন। তার মানে হলো, মেমোরী কার্ড কেনার জন্য বায়তুল মোকাররমে আবার আসতে হবে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার কোন জেলার সাংবাদিকরা ক্যামেরা নিয়ে কতটা ভোগান্তি পোহায় ভাবা যায়?

ক্যামেরা বা ইলেক্ট্রনিক্স যেকোন সামগ্রীই কিনতে চান, দোকানদারের ঈমান আর নিজের ভাগ্যের উপর ভরসা করেছেন তো ঠকেছেন। ক্যামেরা ব্যবহার করেন এমন একজন অভিজ্ঞ মানুষকে সাথে নিয়ে যেতে হবে ক্যামেরা কেনার সময়। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক।

ক্যামেরা নামের এত যে প্রয়োজনীয় ইক্যুইপমেন্ট, এটা কিভাবে তৈরী হলো, কে তৈরী করলেন, কি এর ইতিকথা? ক্যামেরা মূলত দুই প্রকার। ষ্টিল ক্যামেরা আর ভিডিও ক্যামেরা। প্রথমে তৈরী হয় স্থির ক্যামেরা। জার্মান বংশোদ্ভূত জোহান জান ১৬৮৫ সালে প্রথম ক্যামেরার নকশা তৈরী করেন। প্রথম ছবি তুলেন জোসেফ নিসোফার নিপসে ১৮১৪ সালে। তবে এর প্রায় হাজার বছর আগে ইবনে আল হেথাম নামে এক ইরাকী বৈজ্ঞানিক এমনই একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে ১০২১ সালে তার প্রকাশিত বই "বুক অব অপটিকস" এ উল্লেখ করেন। শব্দ ধারণ করা হয় আরো পরে। ১৮৬০ সালে এডোয়ার্ড লিও স্কট ডি মার্টিন ভিল নামে এক ফরাসী ছাপাখানার মালিক ও বই বিক্রেতা সর্বপ্রথম "ফোনোটোগ্রাফ" বইয়ে একটি শব্দ ধারণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। যা ১৮৫৭ ২৫ মার্চ ফ্রান্সে পেটেন্ট করা হয়েছিল। পরে ১৮৬০ সালের ৯ এপ্রিল এই যন্ত্র দিয়ে প্রথম মানব কণ্ঠের শব্দ ধারণ করা হয়েছিল। তবে এই শব্দের পে ব্যাক সম্ভব হয়েছিল ১৮৭৭ সালে এডিসন "ফনোগ্রাফ" আবিষ্কারের পর।

এরপর আসলো মুভি ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরা। লুই এইমে অগাষ্টিন লি প্রিন্স নামক ফরাসী উদ্ভাবক সর্বপ্রথম একক লেন্স ক্যামেরা ব্যবহার করে পেপার ফিল্মে চলমান চিত্র গ্রহন করেন। ১৯৩০ সাল থেকে থাঁকেই চলচ্চিত্রের জনক বলা হয়ে থাকে। লি প্রিন্স এর কর্মকান্ডের সাথে ফ্রিয়েজ গ্রিন, এডিসন এবং লু নিয়ে ব্রাদার্স এর কর্মকান্ড যুক্ত হয়ে ১৮৯০ সালে পরিপূর্ণ মুভি ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরা রুপলাভ করে। এই হলো মুভি ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরার ইতিহাস।

■ লেখক: মীর মোহাম্মদ ফারুক
স্কাউটার, সাংবাদিক ও বিশ্ব ভ্রমণকারী

ঢোল বাজিয়ে গিনেস বুকে

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার ছেলে পন্ডিত সুদর্শন দাশ পূর্ব লন্ডনের মেনর পার্ক এলাকার শিভা মুনেতা সঙ্গম হলে ২০ জুন ২০১৭ সন্ধ্যা ৭টা থেকে ২১ জুন রাত ১০টা পর্যন্ত টানা ২৫টি সুরের তালে ২৭ ঘন্টা ধরে ঢোল বাজান। ২০ জুলাই ২০১৭ গিনেস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রেকর্ডের সনদ লাভ করেন সুদর্শন দাশ।

সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র বাংলাদেশে

বিশ্বের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা আশরাফ শিশির নির্মিত চলচ্চিত্রটির নাম 'আমরা একটি সিনেমা বানাবো'। সম্পূর্ণ সাদাকালোর নির্মিত ছবিটি ৮ বছরে ১৭৬ দিন পাবনার বিভিন্ন লোকেশনে ধারণ করা হয়। এর দৈর্ঘ্য ২১ ঘন্টা। এর আগে সর্বাধিক দৈর্ঘ্যের ছবি ছিল 'রেজান'; যার দৈর্ঘ্য ছিল ১৪ ঘন্টা ৩৩ মিনিট। 'আমরা একটি সিনেমা বানাবো' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন রাইসুল ইসলাম আসাদ, সুমনা সোমা, স্বাধীন খসরু, মাসুম আজিজ, প্রাণ রায় প্রমুখ।

APG'র কো-চেয়ার বাংলাদেশ

১৭-২১ জুলাই ২০১৭ শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিংয়ের (APG) ২০তম বার্ষিক সভায় কো-চেয়ার এবং স্টিয়ারিং গ্রুপের সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশে। ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থায়ী কো-চেয়ার APG'র কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেবে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কাজ APG।

ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান অ্যাওয়ার্ড

অটিজম আক্রান্তদের কল্যাণে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়্যার্ড প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের একটি প্রতিষ্ঠান।

ব্যয়বহুল শহর

২১ জুন ২০১৭ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক মানবসম্পদবিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান MERCER'র প্রকাশিত জরিপ অনুযায়ী বিশ্বের ২০৯টি শহরের মধ্যে অভিবাসীদের জন্য- সর্বাধিক ব্যয়বহুল শহর: লুয়ান্ডা, অ্যাঙ্গোলা। সবচেয়ে কম ব্যয়বহুল শহর: তিউনিস, তিউনিসিয়া। ঢাকার অবস্থান: ৩৮ তম। ঢাকাকে বলা হচ্ছে প্রবাসীদের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর।

দেশের প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট

৪ জুন ২০১৭ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে 'স্পস এক্স ফ্যালকন-৯' রকেটের মাধ্যমে আন্তজাতিক মহাকাশ স্টেশনের (ISS)লক্ষ্যে উৎক্ষেপণ করা হয় দেশের প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা'। ৬ জুন ২০১৭ এটি মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছায়। এরপর ৭ জুলাই ২০১৭ 'ব্র্যাক অন্বেষা' আন্তজাতিক মহাকাশ স্টেশনে থেকে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। এর মাধ্যমে দেশের প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ শুরু করে। এটি পৃথিবী থেকে ৪০০ কিলোমিটার ওপরে অবস্থান করছে। পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে আসতে এর সময় লাগছে ৯০ মিনিটের মতো। এটি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে দিনে চার থেকে ছয়বার উড়ে যাচ্ছে। বিশেষ দিনে হ্যাম রেডিও দিয়ে মহাকাশে ভেসে থাকা এ ন্যানো স্যাটেলাইট থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত শোনা যাবে। স্যাটেলাইটটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ১০ সেন্টিমিটার করে। ওজনে প্রায় এক কেজি। এ কৃত্তিম উপগ্রহের গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন বা ভুমি থেকে নিয়ন্ত্রনের স্থান ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাপানের কিউশু ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (কেআইটি) থেকে স্যাটেলাইট 'অন্বেষা' তৈরি করেন ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী -রায়হানা শামস্ ইসলাম অন্তরা, আব্দুল্লাহ হিল কাফি ও মাইনুস ইবনে মনোয়ার।

বান্দরবানে নতুন পর্যটন কেন্দ্র

বান্দরবান জেলা শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে থানচি উপজেলার জীবননগর এলাকায় পাহাড়চূড়ায় 'নীল দিগন্ত' নামে আরও একটি পর্যটনকেন্দ্র স্থাপন করেছে জেলা প্রশাসন। সম্প্রতি এ নতুন পর্যটনকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। বান্দরবান-থানচির মধ্যবর্তী পাহাড় এলাকায় নতুন করে চালু হওয়া পর্যটনকেন্দ্র 'নীল দিগন্ত' থেকে পুরো থানচিসহ প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের উঁচু পাহাড়-পর্বতগুলো সহজেই অবলোকন করা যায়। এছাড়া বর্ষায় মেঘের লুকোচরি খেলা মনোমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি করে।

সবুজ জলবায়ু তহবিল ও বাংলাদেশ

২০০৯ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেরে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-১৫) প্রথম সবুজ জলবায়ু তহবিল (GCF) গঠনের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। ঐ সম্মেলনে (কপ-১৬) এ তহবিল গঠন করা হয়। ৬ জুলাই ২০১৭ দক্ষিণ কোরিয়ার সংদুতে সবুজ জলবায়ু তহবিলের (GCF) ২৪ সদস্যের বোর্ডসভায় বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডকে (IDCOL) এ তহবিল থেকে টাকা পাওয়ার জন্য সরাসরি আবেদন করার স্বীকৃতি দেয়া হয়। এত দিন বিভিন্ন উন্নয়য়ন সহযোগী সংস্থাকে অনুরোধ করে তাদের মাধ্যমে আবেদন করত বাংলাদেশ সরকার। GCF গঠনের পর সাত বছরে চেষ্টায় অবশেষে বাংলাদেশের কোনো সংস্থা এর ন্যাশনাল ইমপ্লিমেটিং এন্টিটি (NIE) লাভ করে।

নতুন পানিপথ

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নতুন একটি পানিপথ তৈরি করার ব্যাপারে দুই দেশ ঐকমত্যে পৌছেছে। খরস্রোতা ব্রক্ষপুত্র নদ ব্যবহার করে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এ বিষয়ে দু' দেশের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। সমঝোতা অনুযায়ী, ভারতের অংশে ব্রক্ষপুত্র নদ ড্রেজিং করবে ভারত। অন্যদিকে বাংলাদেশ করবে তাদের অংশ।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২,৯৭৯ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত ও ১,১১৬ কিলোমিটার নদীঘেরা সীমান্ত রয়েছে। ব্রক্ষপুত্রসহ এ দুই দেশের মধ্যে রয়েছে ৫৪টি অভিন্ন নদী।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

জানা অজানা

বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক রাস্তা

ট্রাক ও বাস নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্ক্যানিয়ার সাথে মিলে সুইডেন সরকার তৈরি করেছে দুই কিলোমিটার বিশেষ এক সড়ক, যাকে বলা বলা হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম বৈদ্যুতিক রাস্তা। বৈদ্যুতিক রাস্তার জন্য তৈরি করা হয়েছে আলাদা একটি লেন। এ লেন ধরে টানা হয়েছে বৈদ্যুতিক তার। আর যখন এসব তারের সাথে ট্রাক, বাস বা অন্য কোনো বাহনকে যুক্ত করে দেয়া হয় তখন সেটা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুৎ চালিত বাহনে পরিনত হয়।

তাইহুলাইট সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটারটি এখন চীনের সান-ওয়ে তাইহুলাইট। এতে ৪১,০০০ চিপস বসানো হয়েছে। আর প্রতি সেকেন্ডে তা ৯৩ কোয়াড্রিলিয়ন সংখ্যা গণনায় সক্ষম। এর আগে পর্যন্ত আবিষ্কৃত শক্তিধর কম্পিউটারের দ্বিগুণ শক্তি বাখে এ সুপার কম্পিউটার। চোখের পলকের চেয়েও অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বিশ্বের সবচেয়ে জটিলতম হিসাবটিও সম্পন্ন করে ফেলতে পারে এ কম্পিউটার। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমনকি কয়েক দশক জুড়ে আবহাওয়া পরিবর্তনের রকমফের হিসাব কষে বের করা সম্ভব এতে।

সিলিকনে কৃত্রিম হৃৎপিন্ড

সম্প্রতি প্রথমবারের মতো থ্রিডি প্রিন্টারে নরম সিলিকন দিয়ে কৃত্রিম হৃদপিন্ড তৈরি করা হয়েছে, যা মানুষের আসল হৃদযন্ত্রের মতো কাজ করেছে বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ কেন্দ্রে দীর্ঘদিনের গবেষণার পর সম্প্রতি এ সাফল্য পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা জানান, যেসব রোগী হৃদরোগে ভুগছে তাদের জন্য এ কৃত্রিম হৃদপিন্ড সহায়ক হবে।

এ সিলিকন হৃদযন্ত্রে তিন হাজার বার বিট করতে পারছে। এরপরই অবশ্য এর কাজ সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ সিলিকন হৃদযন্ত্রেও সহায়তায় একজন ৩০-৪০ মিনিট বেঁচে থাকতে পারবে।

মানব অঙ্গেও থ্রিডি প্রিন্ট

বিশ্বের প্রথম থ্রিডি মানব টিস্যু বানানোর প্রিন্টার বানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকিভিত্তিক সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান অ্যাডভান্সড সলিউশন। প্রিন্টারটিকে একটি রোবট পরিচালনা করবে। ফুসফুস, হৃৎপিন্ড, কিডনি, হাড় ও মানবদেহের চামড়ার নকল বানাতেও এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

আকাশজুড়ে Wi-Fi সুবিধা

ফ্রান্সের ফ্রেঞ্চ গিয়ানা অঞ্চল থেকে ২৮ জুন ২০১৭ একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়। এর মাধ্যমে আকাশপথে যাত্রীসেবায় এক ধাপ এগিয়ে যায় ইউরোপ মহাদেশ। কারণ যে প্রকল্পের আওতায় কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয়, তার উদ্দেশ্যে ইউরোপজুড়ে উড়োজাহাজগুলোয় তারহীন (Wi-Fi) ইন্টারনেট সেবা দেয়। কোনো মহাদেশজুড়ে ইন্টারনেট সেবায় এমন উদ্যোগ এটাই প্রথম।

কঠিনতম ও প্রাচীনতম প্রাণী

টার্ডিগ্রেড (Tarigrade) নামের ক্ষুদ্রতম একটি প্রাণী পৃথিবীর শেষ দিন তথা কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এ গৃহের 'কঠিনতম প্রাণী' বলে এর খ্যাতি রয়েছে। অমেরুদন্ডী এ প্রানীগুলোর কিছু প্রজাতি -২৭২° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কাছাকাছি। এমনকি মহাশূন্যেও বেঁচে থাকতে পাওে এরা। বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে জীবিত টিকে থাকার শক্তির পরীক্ষার ক্ষেত্রে টার্ডিগ্রেড হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রজাতি। টার্ডিগ্রেডের বংশধররাই পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন। ৫,২০০-১০,০০০ কোটি বছর আগেও এদের অস্তিত্ব ছিল। তারা ডাইনোসরদেরও আসতে এবং বিলুপ্ত হতে দেখেছে।

টার্ডিগ্রেডে সাধারণত জলে বাস করে। তবে তাদের সমুদ্রের ৪০,০০০ ফুট গভীরতায় এমনকি হিমালয়ের ২০,০০০ ফুট উঁচুতে পাওয়া যায়। তাদেও রয়েছে ৮টি পা (৪ জোড়া) প্রতিটি পায়ে ৪-৮টি করে ভালুকের থাবার অনুরুপ রয়েছে। এ কারণে টার্ডিগ্রেডকে Water Bear বা Space নামেও ডাকা হয়। এরা Moss Piglets নামেও পরিচিত; কারণ এদেও শৈবালেও পাওয়া যায়। ১৭৭৩ সালে টার্ডিগ্রেড প্রথমবারের মতো আবিষ্কৃত হয়। ১১৫০টিরও বেশি প্রজাতি ১৭৭৮ সালের মাঝেই শনাক্ত করা সম্ভব হয়। এরা সাধারণত ০.৫ মিমি-১ মিমি পর্যন্ত লম্বা হয়।

দীর্ঘতম শিশু

ভারতের মিরাটে বাস করা ৮ বছর বয়সী করন সিং বিশ্বে তার সমবয়সী যে কোনো শিশুর চেয়ে লম্বা। গিনেস বুকেও 'দীর্ঘতম শিশু' হিসেবে নাম উঠেছে তার। জন্মের সময় করনের ওজন ছিল প্রায় ৮ কেজি। আর উচ্চতা ছিল ৬৩ সেন্টিমিটার (প্রায় ২৪ ইঞ্চি)। এত উচ্চতা নিয়ে এর আগে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করেনি, তাই এটাও ছিল বিশ্বরেকর্ড। তার মায়ের উচ্চতা ছিল ৭ ফুট ২ ইঞ্চি। তিনি ভারতের সবচেয়ে লম্বা নারী।

বনরুই কিন্তু রুই মাছের কোনো প্রজাতি নয়!

বনরুই (Pangolin) পফালিডোটা বর্গের মেনিড়িয়া গোত্রের বর্ম-ঢাকা, দন্তহীন, আঁশযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। বনরুইয়ের ৭টি প্রজাতির ৩টিই বাংলাদেশে দেখা যায়। এদের শরীর ও লেজ গাঢ় বাদামি রঙের। বুক ও পেটে সামান্য লোম, আঁশের ফাঁকে ফাঁকেও লোম দেখা যায়। এদের নাক সরু ও চোখের এবং জিভ লম্বা ও আঠালো। সামনের নখরগুলো পেছনের নখরের তুলনায় দ্বিগুণ লম্বা। মাথাসহ এদের শরীরের দৈর্ঘ্য ৬০-৭৫ সেমি ও লেজ ৪৫ সেমি। বনরুই বড় ও মজবুত নখ দিয়ে কাঠের শক্ত গুঁড়ি ফেড়ে ফেড়ে এবং লম্বা ও আঠালো জিভ দিয়ে পোকামাকড় চেটে খায়। উই-পিপঁড়া ভুক এ প্রাণীটি রাতে খুব সক্রিয়। খাবারের সন্ধানে মাঝে মাঝে দিনেও এদের দেখা যায়। প্রাণীর হাত থেকে নিজেকে রক্ষায় বনরুই নিজ শরীর গুটিয়ে বর্ম দ্বারা আবৃত চাকতি বানিয়ে ফেলে। দিনের বেলা নিজের খোড়াঁ ২০০-৫০০ সেমি গভীর গর্তে কিংবা পাথরের মাঝখানে শরীর গুটিয়ে লুকিয়ে থাকে। এরা বছরে একটি বা দৈবাৎ দুটি বাচ্চা প্রসব করে। জননকালে ছাড়া বাকী জীবনটা এরা একাই কাটিয়ে দেয়। প্রতিনিয়ত বন-জঙ্গল উজাড়ের ফলে শান্ত-নিরীহ এ প্রাণীটি দিন দিন বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

■ তথ্য সংগ্রহ: সালেহীন সিরাত
শিক্ষার্থী, আই ইউ বি

মহীশূরের পক্ষীমানব

ভারতের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য কর্নাটকের মহীশূরের বাসিন্দা ড. গণপতি সচিদানন্দ স্বামীজি তার নিজ শহর মহীশূরে গড়ে তুলেছেন 'সুখা ভানা' নামের এক বিশাল পাখিশালা, যা সম্প্রতি ব্যক্তি উদ্যোগে তৈরি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিভিন্ন প্রজাপতির পাখিশালা হিসেবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডকে স্থান পেয়েছে। এ পাখিশালা গড়ে তোলার পর মানুষ ড.সচিদানন্দকে 'মহীশূরের পক্ষীমানব' হিসেবে চেনে। ৫০ মিটার উঁচু তারের জাল দিয়ে ঘেরা এ পাখিশালা রয়েছে ৪৬৪টি ভিন্ন প্রজাতির ২,১০০ পাখি।

VVIP গাছ

ভারতের মধ্যপ্রদেশের সালমাতপুরে অবস্থিত একটি রক্ষণাবেক্ষণে বছরে ২১ লাখ রুপি খরচ হচ্ছে। তর্কসাপেক্ষে এ পিপল ট্রি' হলো ভারতের প্রথম 'VVIP' গাছ। চারজন রক্ষী পালা করে গাছটিকে পাহারা দেন। তারা গাছটিতে পানিও দেন। বছর পাঁচেক আগে শ্রীলংকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে গাছটি রোপণ করেছিলেন। 'পবিত্র' গাছটি নিজ দেশ থেকে এসেছিলেন তিনি। VVIP গাছটির চারদিকে লোহার বেড়া রয়েছে। গাছে পানি দেওয়ার জন্য রয়েছে ট্যাংক। এছাড়া রাজ্যের কৃষি বিভাগের একজন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ প্রতি সপ্তাহে গাছটির অবস্থা দেখতে যান।

নৌকায় পৃথিবী ভ্রমণ

পলিনেশিয়ার একটি ঐতিহ্যবাহী ডিঙি নৌকা আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়াই পৃথিবী ঘুরে ১৭ জুন ২০১৭ হাওয়াইয়ের হনলুলুতে নোঙ্গর করে। পৃথিবী ঘুরে আসতে এর তিন বছর সময় লাগে। ভ্রমণের সময় নৌকাটিকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে এর ক্রুরা তারা, বাতাস ও সমুদ্রের ঢেউয়ের সাহায্য নেন। ১৯৭০ সালে তৈরি নৌকাটি এ যাত্রায় প্রায় ৪০ হাজার নটিক্যাল মাইল পাড়ি দেয়।

মশার নগরী

আফ্রিকায় প্রতি মিনিটে ম্যালেরিয়ায় ভুগেই মারা যায় অন্তত দুটি শিশু। মশার কামড় থেকে মানুষকে বাঁচাতে কাজ করছে তানজানিয়ার ছোট্র শহর City of Mosquito বা 'মশার নগরী'। কারণ এ শহরে একসময় এত বেশি পরিমাণে মশা ছিল যে, পতঙ্গটি নিয়ে গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীরা একেই খ্যাতি পাওয়া শহরটির প্রকৃত নাম 'ইফাকারা'। স্থানীয় ভাষায় 'ইফাকার' শব্দের অর্থ 'যেখানে আমি মৃত্যু বরণ করি'। ১৯৮০ সালে ইফাকারাতে একজন মানুষকে প্রতিবছর গড়ে যেখানে ২০০০ সংক্রামক মশা কামড়াতো, সেখানে এখন কামড়ায় মাত্র ১৮টি সংক্রামক মশা। ইফাকারায় মশা নিধন কার্যক্রমের পাশাপাশি ম্যালেরিয়া নিয়েও গবেষণা চলছে।

স্বামী 'জমা রাখা' সার্ভিস

শিশুদের ডে-কেয়ারের মতোই 'স্বামী জমা' রাখার সার্ভিস চালু করছে চীন। এ ধরনের স্বামী মনোরঞ্জন উদ্যোগ বিশ্বে এটাই প্রথম। স্ত্রী শপিং করতে গেলে স্ত্রীর পেছনে গাদাবোটের মতো চলতে অনিচ্ছুক স্বামীদের জন্য এ বিশেষ কেয়ারের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে চীনের সাংহাইয়ের একটি শপিং মলে। সেখানে নারীরা তাদের স্বামীদের জমা রেখে যেতে পারবেন। ফলে তারা যখন শপিং করবেন, তখন এ স্বামীদের আর পেছনে ঘুরতে হবে না।

বৃক্ষের শহর

ইতালীয় স্থপতি ও পরিকল্পক স্টেফানো বোয়েরি চীনের পূর্বাঞ্চলীয় গুয়াংঝাই প্রদেশের লিউঝাওতে নানজিং শহরকে ৪০ হাজার গাছ দিয়ে সাজানো পরিকল্পনা করেছেন। এতে তিনি ২৩ প্রজাতির গাছ ও ২,৫০০'র বেশি ঝোপঝাড় ব্যবহার করবেন। প্রায় ৩০ হাজার মানুষ থাকবে এসব গাছের পরিচর্যায়। শহরটি তৈরিতে এক লাখ লোক কাজ করছে। ২০২০ সালে শহরটি সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে। কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের নির্গমন কমাতে এটাই হবে বিশ্বের প্রথম Forest City বা 'বনশহর'।

বারমুড়া ট্রায়াঙ্গলে নতুন দ্বীপ

আটলান্টিক মহাসাগরে উপর জেগে উঠেছে এক নতুন দ্বীপ। নর্থ ক্যারোলিনার কেপ পয়েন্টে একটি 'শেল আইল্যান্ড'এর সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। রহস্যময় বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের খুব কাছে হওয়ায় এপ্রিল ২০১৭ থেকেই দ্বীপটি চোখে পড়েছিল পর্যটকদেরও। আর তখন থেকেই একটু একটু করে রোজ মাথা তুলছে। দ্বীপের নামকরণ করা হয়েছে 'শেলি আইল্যান্ড'। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দ্বীপটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তার চারদিকে মারাত্মক স্রোত রয়েছে। প্রচুর হাঙর ও স্টিং রে-র বসবাস ঐ দ্বীপে। তাছাড়া দ্বীপটি যে কোনও মুহূর্তে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

দীর্ঘতম গজদাঁত

ভারতের গুজরাটের ১৮ বছর বয়সী আর্ভিল প্যাটেল গিনেস বুকে নাম লিখিয়েছে তার গজদাঁতের জন্য। তার গজদাঁতটির ৪.৬৭ সেন্টিমিটার বা ১.৪৪ ইঞ্চি লম্বা এর আগে দীর্ঘতম গজদাঁতের রেকর্ডটি ছিল সিঙ্গাপুরের লু হুই জিংসের দখলে। তার গজদাঁতের দৈর্ঘ্য ছিল ৩.২ সেন্টিমিটার।

কেন হয়?

মানুষের অশ্রু নোনতা কেন?

মানুষের চোখস্থ টিয়ারগ্ল্যান্ড বা অশ্রু গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত অশ্রুতে বিদ্যমান পটাসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি খনিজ লবণের কারণে তা নোনতা হয়।

উত্তেজনা বা শীতে শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায় কেন?

ভয়, উত্তেজনা বা শীতে গায়ের লোমের গোড়াস্থ খুব সূক্ষ্ম পেশিতন্তুগুলো সংকুচিত হয় বলে লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায়।

বিভিন্ন মানুষের গায়ে বিভিন্ন হয় কেন?

শরীরের ঘর্মগ্রন্থিত অবস্থানকৃত বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কারণেই বিভিন্ন মানুষের গায়ে বিভিন্ন গন্ধের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই শিশুর সংস্পর্শে আশা মানুষের শরীর থেকে এ ধরনের ব্যাকটেরিয়াগুলো শিশুদেহ চলে আসে ও সারা জীবন স্থায়ীভাবে অবস্থান করে।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

স্বাস্থ্য কথা

বন্যায় স্বাস্থ্য সচেতনতা ও করণীয়

উত্তরাঞ্চলে বন্যা উপদ্রুত এলাকার নিম্নাঞ্চলসহ বসতবাড়ির অনেক অংশই পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় পানীয় জল ও বর্জ্য পদার্থ মিলেমিশে একাকার। এ সময় স্বাস্থ্যসচেতন না হলে দেখা দিতে পারে ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, পেটের পীড়া, ভাইরাল হেপাটাইটিস, চর্মরোগসহ নানা রোগ। তাই অবহেলা না করে এ বিষয়ে নিতে হবে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ।

বিশুদ্ধ পানি

বন্যার সময় পানির উৎস দূষিত হয়ে যায়। তাই পানি ভালোমতো ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে পান করাসহ গৃহস্থালির অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করতে হবে। বন্যার পানিতে টিউবওয়েল তলিয়ে গেলে এক কলস পানিতে তিন-চার চা চামচ ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে টিউবওয়েলের ভিতর সেই পানি ঢেলে আধাঘণ্টা চেপে পানি বের করে ফেলে দিলে সেই পানি খাওয়ার উপযোগী হতে পারে। ব্লিচিং পাউডার না থাকলে ১ ঘণ্টা টিউবওয়েলের পানি চেপে বের করে ফেলতে হবে। তবে নিরাপত্তার জন্য টিউবওয়েলের পানিও ভালোমতো ফুটিয়ে নেওয়া উচিত। পানি ছেঁকে জ্বলন্ত চুলায় একটানা ৩০ মিনিট টগবগিয়ে ফুটিয়ে তারপর ঠাণ্ডা করতে হবে। পানি ফোটানোর ব্যবস্থা না থাকলে প্রতি দেড় লিটার খাওয়ার পানিতে ৭.৫ মিলিগ্রাম হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ৩ লিটার পানিতে ৫০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট আধাঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা রেখে দিলে বিশুদ্ধ হয়। পানির ট্যাংকের প্রতি ১ হাজার লিটার পানিতে ২৫০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার ১ ঘণ্টা রাখলে বিশুদ্ধ হবে। অবশ্য ভাইরাস জীবাণু ধ্বংস হয় না।

ডায়রিয়া প্রতিরোধ

বন্যায় প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা ডায়রিয়া। এ জন্য খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। পায়খানা করার পর হাত একইভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা শুরু হলে পরিমাণ মতো খাওয়ার স্যালাইন খেতে হবে। দুই বছরের কম শিশুকে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ১০-১২ চা চামচ এবং ২ থেকে ১০ বছরের শিশুকে ২০-৪০ চা চামচ খাওয়ার স্যালাইন বা ওআরএস না থাকলে বিকল্প হিসেবে লবণ-গুড়ের শরবত খাওয়াতে হবে। পাশাপাশি ভাতের মাড়, চিড়ার পানে, ডাবের পানি, কিছু পাওয়া না গেলে শুধু নিরাপদ পানি খাওয়ানো যেতে পারে। এ সময় শিশুর পুষ্টিহীনতা রোধে খিচুড়ি খাওয়ানো যেতে পারে। ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলও খাওয়ানো যেতে পারে। যদি পাতলা পায়খানা ও বমির মাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

খাবার গ্রহণে সতর্কতা

বন্যায় পচা-বাসি খাবার খেতে বাধ্য হয় অসংখ্য মানুষ। ফলে ছড়িয়ে পড়ে ডায়রিয়াসহ অন্যান্য আন্ত্রিক রোগ। খিচুড়ি খাওয়া এ সময় স্বাস্থ্যোপযোগী খাবার প্লেট সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। পানি বেশি খরচ হয় বলে অনেকে প্রথমে একবার স্বাভাবিক পানিতে থালাবাসন ধুয়ে তারপর ফোটানো পানিতে ধুয়ে নেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। এতে থালাবাসনে অনেক ধরণের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে, যা পরে পরিষ্কার পানিতে ধুলেও দূর হতে চায় না। তাই খাবার গ্রহণের আগে থালাবাসন পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

মলত্যাগে সতর্কতা

বন্যার সময় মলত্যাগে সতর্কতা অবলম্বন খুব জরুরি। যেখানে-সেখানে মলত্যাগ করা উচিত নয়। এতে পেটের পীড়া ও কৃমির সংক্রমণ বেড়ে যায়। সম্ভব হলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগ করতে হবে এবং মলত্যাগের পরে সাবান বা ছাই দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। কেননা বক্রকৃমির জীবাণু খালি পায়ের পাতার ভিতর দিয়ে শরীরে সংক্রমিত হয়। এ সময় বাসার সবাইকে কৃমির ওষুধ খাওয়ানো উচিত। তবে দুই বছর বয়সের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

দুর্ঘটনা থেকে সাবধান

বন্যার সময় ঘটে আকস্মিক নানা দুর্ঘটনা। সাধরণত বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা, পানিতে ডুবে যাওয়া, সাপ ও পোকমাকড়ের কামড়ের ঘটনাগুলো বেশি ঘটে। এ বছরের বন্যায় সাপের কামড়ে মারা গেছে অনেক মানুষ। এছাড়া পানির নিচে বহু বৈদ্যুতিক টাওয়ার,খুঁটি, ট্রান্সফরমার লাইনের তার ডুবে থাকে। এসব বৈদ্যুতিক লাইনের নিচ দিয়ে নৌকা বা ভেলা চালানো বা চলাচলের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক হতে হবে। বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে গেলে বা পানিতে পড়ে থাকতে দেখলে তা স্পর্শ না করে বিদ্যুৎকর্মীদের জরুরিভাবে খবর দিতে হবে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগীদের সাথে সভাপতি

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে স্কাউটদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে স্কাউট সালাম প্রদর্শন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে উপস্থিত বক্তৃতা

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে খুলনা জেলা রোভার

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কিশোরগঞ্জ জেলা রোভার

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় ট্রেনার্স কনফারেন্সে সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

জাতীয় ট্রেনার্স কনফারেন্সে সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার
জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) ও নির্বাহী পরিচালক

জাতীয় ট্রেনার্স কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জাতীয় ট্রেনার্স কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জেলা সমাবেশ রংপুর এর অংশগ্রহণকারীগণ

টিটিএল স্কাউট দলের দীক্ষা অনুষ্ঠান

জয়পুরহাট জেলা রোভারে সিনিয়র রোভারমেট ওয়ার্কশপ ২০১৭

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উদ্যোগে শ্যামল শ্রীপুর গড়ার লক্ষে একযোগে ২লক্ষ ফলদ বৃক্ষের চারা রোপন কার্যক্রম

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে দ্বিতীয়বারের মত দায়িত্ব পাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল রোভার স্কাউট গ্রুপের সংবর্ধনা

জাতীয় টিকা দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউটদের কার্যক্রম

মঙ্গলিয়ায় অনুষ্ঠিত ৩১ তম এপিআর জাম্বুরিতে বাংলাদেশ কনটিনজেন্ট

খুলনা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক বিষয়ক মতবিনিময় সভা

হবিগঞ্জ জেলা রোভারের ওয়ানডে ক্যাম্প

সিলেট অঞ্চলে আইনি সহায়তা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

খুলনা জেলা রোভারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও উদ্বুদ্ধকরণ সভার র‍্যালী

বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট অঞ্চলের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

শিক্ষা সফর ঃ ভুটান দার্জিলিং

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে ও বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দী ভবন নির্মাণ প্রকল্পের অর্থায়নে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ টিমের (এলটি -এএলটি) সদস্যগণেরে জন্য ২৪-৩১ মে ২০১৭ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও ভুটানে শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ মে ২০১৭ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকায় জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মোহসিন শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতর থেকে আমাদের যাত্রার শুভ সূচনা করেন। জাতীয় উপ কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং) জনাব মাহবুবা খানম টিম লিডার ও উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শামীমুল ইসলাম সমন্বয়ক এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের সম্পাদক জনাব জাকির হোসেন ও স্কাউটার জহুরুল ইসলামকে ডেপুটি টিম লিডারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মাগরিবের নামাজের পর যাত্রা শুরু করা হয়। সড়ক পথে নানা ধরণের বিড়ম্বনা পেরিয়ে ২৫ মে ২০১৭ তারিখ বিকালে বুড়িমারী বন্দরে পৌছি। ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে সন্ধ্যা ৭টায় ভারতের চ্যাংড়াবান্দা বর্ডার অতিক্রম করে সড়ক পথে-ভারত ভুটান বর্ডার পুরশিলিং এ পৌছি এবং নাম মাত্র অনুমতি নিয়ে ভুটানের অভ্যন্তরে Shalogn নামক হোটেলে এ রাত যাপন করি।

২৬ মে ২০১৭ তারিখ সকালে ভুটানের ইমিগ্রেশন শেষ করে আশে পাশের দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করি। দুপুরের খাবার শেষ করে আশেপাশে কিছু শপিং কার্যক্রম সম্পন্ন করি। বিকাল ৪:১৫ মিনিটে ভুটানের রাজধানী থিম্পুর উদ্দেশ্যে সড়ক পথে যাত্রা করে পাহাড়ী পথ ও নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য পেরিয়ে রাত ১০:১০টায় থিম্পুতে পৌছি। সুউচ্চ পাহাড় ও সাদা মেঘের কোলাকুলিতে পুরো দেশটি সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে সকলের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। পাহাড়ের গা ঘেষে আকাঁ বাঁকা পথ পেরিয়ে অবশেষে জিং জিয়াং হোটেলে রাত্রিযাপনের জন্য অবস্থান গ্রহণ করি।

ভুটানে সুউচ্চ পাহাড়গুলি স্তরে স্তরে এমনভাবে সজ্জিত হয়ে আছে যা না দেখলে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অজানাই থেকে যেত। পাহাড়ের গা ঘেষে একদিকে রাস্তা এবং রাস্তার অপরদিকে নদী। আবার কোথাও পাহাড় বেয়ে পড়ছে ঝরণা। পাহাড়ের গা ঘেষে চলা রাস্তাটি খুব প্রশস্ত না হলেও বেশ ভাল। মাঝখানে সাদা দাগ। কোন গাড়ীর ড্রাইভারকেই হর্ণ বাজাতে দেখিনি। কোন হর্ণের আওয়াজ পাওয়া যায়নি। মনে হয়েছে যার যার পথে নিজ দায়িত্বে ছুটে চলেছে দিগন্তকে ছোঁয়ার জন্য।

২৭ মে ২০১৭ সকালে ৮:৩০টায় নাস্তার টেবিলে বসে টীমলিডার বিগত দিনের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং দিনের কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। সকাল ১০:৩০টায় আমরা ভুটান স্কাউটস এসোসিয়েশনের সাথে মত বিনিময়ের জন্য যাত্রা করে সকাল ১১.০০টায় ভুটান স্কাউটস এসোসিয়েশনের সদর দফতরে পৌছি। পরে ভুটান স্কাউটস নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ভুটানের চীফ কমিশনার জনাব ফিন্তসো চৈডেন, ইন্টারন্যাশনাল কমিশনার জনাব কার্মা তানজিল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সে সময়ে হেড কোয়াটারে ৫০ জন স্কাউটের অংশগ্রহনে পরিবেশ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় যা সত্যি আমারদেরকে মুগ্ধ করেছে। শেষে চীফ কমিশনার ও ইন্টারন্যাশনাল কমিশনারকে টীমলিডার বাংলাদেশ স্কাউটসের ট্রেনিং বিভাগের স্মৃতি স্মারক হিসেবে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করেন। আমরা পরিবেশ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সদস্য ব্যাজ ও ওয়াগল এবং প্রোগ্রাম বুলেটিন বিতরণ করি। অত:পর দুপুরের খাবার শেষ করে ইন্টারন্যাশনাল কমিশনারসহ থিম্পু হতে ৭২ কিমি দূরে পুনাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা

শুরু হয়। যাত্রাপথে দুচুলা নামক স্থানে সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৩১৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত ধর্মীয় উপসনালয় পরিদর্শনের জন্য যাত্রা বিরতি দেওয়া হয়। পরিদর্শন ও ফটো সেশন শেষে পুনরায় যাত্রা শুরু হয়।

পাহাড়ের গা ঘেষে আকা বাকা পথ ধরে থিম্পু হতে ৭২ কিমি দূরে পুনাখা পোর্টে পৌছি যেখানে উঈ অফিসসহ জেলা সদরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিস সমূহের দপ্তর সমূহ অবস্থিত। যেখানে কচু ও মচু নামক ২টি নদীর সংযোগস্থল। তবে প্রচলন আছে যে, উক্ত দুটি নদের মধ্যে একটি পুরুষ ও অপরটি মহিলা। নদীর পার্শে সুরম্ম ভবনের একাংশে বৌদ্ধদের পুরাকীর্তি তথা উপাসনালয় এবং বৌদ্ধমুর্তি পরিলক্ষিত হয়। পরিদর্শনকালীন জানা যায় যুদ্ধকালীন সময়ে এই ভবন হতে যুদ্ধের গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। ইন্টারন্যাশনাল কমিশনার ভুটান স্কাউটস সফরসঙ্গী থাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ সহযোগিতা পাওয়া যায় যার জন্য টীমের পক্ষ থেকে ইন্টারন্যাশনাল কমিশনারকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সন্ধ্যা ৭টায় হোটেল জি জাং এ পৌছি এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিশনার ভুটান স্কাউটস এর উপস্থিতিতে সোস্যাল নাইটের ব্যবস্থা করা হয়।

২৮ মে ১৭ সকালের নাস্তার পর্ব শেষ করে ৯:১৫টায় মনোবাসনা পূরণের জন্য নির্ধারিত উপসনালয় পরিদর্শন শেষে ১০:৩০টায় ভুটান বৌদ্ধ মুর্তি পরিদর্শন করি। পাহাড়ের উপর স্থাপিত বিশাল আকৃতির বৌদ্ধ মুর্তি, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্থানটি সত্যিই দেখার মত যা মনে ধর্মীয় অনুভুতি সৃষ্টি করে। পথে DURK School গাড়ী থেকে দেখা যায়। অতঃপর ভূটান মিউজিয়াম পরিদর্শন করার লক্ষ্যে পারোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। সেখানে বিভিন্ন ধরনের মুখোশসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় পরিদর্শন করি। উল্লেখ্য মিউজিয়ামে ঘোড়ার ডিম নামক অবাস্তব বস্তুর নিদর্শন পাওয়া যায় যা আমাদের সবাইকে অবাক করে। মিউজিয়াম থেকে চায়না বর্ডার ৩৩ কিমি: দূরে বলে জানা যায়। পারো যাওয়ার পথে পারোতে অবস্থিত ভূটান বিমান বন্দর চোখে পড়ে। ভুটানের ট্রেনিং কমিশনার মি: প্রেমা এ সময় আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন।

দুপুরের খাবার শেষ করে বিকাল ৩টায় ভুটান থেকে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। পথিমধ্যে চুকা নামক স্থানে

হাইড্রো পাওয়ার স্টেশন দেখতে পাই। রোজাদারদের জন্য ইফতারী সংগ্রহপূর্বক ৬:৪৫ মিনিটে যথারীতি ইফতার ও প্রার্থনা শেষ করে সৃষ্টিকর্তার নিকট শুকরিয়া আদায় করা হয়। রাত ৮:৩০টায় পোরসিলিং তথা জয়গা বর্ডারে পৌছি এবং একটি হোটেলে অবস্থান গ্রহণ করি। রাতের খাবার শেষে টীম লিডার আগামী দিনের কর্মসুচি ঘোষনা করেন।

২৯ মে ১৭ সকালে ভূটান বর্ডার এবং ভারতের ইমিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন করে সকাল ১০টায় সড়ক পথে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। পথ চলতে চলতে ভারতের উল্লেখযোগ্য তুরচা চা বাগান, BEECH চা বাগান, জলপাইগুড়ির মাদারীহাট থানা, বীরপাড়া কলেজ, সেন্টজেমস সিলভি স্কুল, মাল পৌরসভা, রাঙ্গামাটি চা বাগান গাড়ী থেকে পর্যবেক্ষন করি। পথিমধ্যে ড্যাম পাওয়ার হাউজ চোখে পড়ে। ভারতের বিশাল আকৃতির পতিত জমিতে রাস্তার দুই পাশে বড় বড় চা বাগান দেখা যায় এবং শুকনো নদীসহ সর্বত্র সৃষ্টিরকর্তার অমুল্য সম্পদ পাথরের স্তুপ দেখা যায় যা ভারতবাসীর জন্য প্রকৃতিক সম্পদ হিসেবে আর্থিকভাবে অবদান রাখছে। বিকাল ৫টায় দাজিলিং এ পৌছে এবং হোটেল স্বাথী'তে রাত্রি যাপন করি। অংশগ্রহণকারীরা শপিং সেন্টারে ঘুরাফেরা করে রাতের খাবারে অংশগ্রহণ শেষে স্টাফ মিটিং হয়। সেখানে টীম লিডার ৩০ মে কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

৩০ মে ১৭ ভোর ৪টায় সূর্যোদয় দেখার জন্য টাইগার হিলের উদ্দেশ্যে জীপগাড়ি যোগে যাত্রা শুরু করি। পথে যানযট থাকলেও সময় মত টাইগার হিলে পৌছি কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস মেঘের এত ঘনঘটা সুর্যোদয় নামক ঘটনাটি আমাদের মত অসংখ্য দর্শনার্থীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে দিনের সুত্রপাত ঘটায়। অতঃপর মনোবেদনা নিয়ে ৭টায় বাতাসিয়া লোপ নামক দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করি। পরিদর্শন শেষে রক গার্ডেনের উদ্যেশ্যে যাত্রা শুরু করি। চলার পথে বৌদ্ধ মন্দির দেখা যায়। পথিমধ্যে দাজিলিং পুলিশ লাইন, অরেঞ্জ ভ্যালী, চা বাগান এবং অবশেষে রক গার্ডেনে পৌছি। এটি একটি প্রাকৃতিকভাবে দর্শনীয় স্থান। সত্যিই এ ঐতিহাসিক স্থানটি পরিদর্শন করে সৃষ্টির অপার রহস্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ঝর্ণা যে অঝোর ধারায় ঝরছে তা চোখে পড়ার মত। সত্যিই এ দৃশ্যটি যে বিরল না দেখে বুঝতে অনেকেরই কষ্ট হবে। দর্শনাথীদের আকর্ষনীয় করার জন্য এ স্থানটিতে প্রকৃতিকভাবে সাজানো হয়েছে। মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া এবং কৃতজ্ঞতা এ জন্য যে, এ সফরের মাধ্যমে আল্লাহ প্রকৃতি পর্যবেক্ষনের মধ্য দিয়ে অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা এবং অদেখাকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন।

■ চলবে...

■ লেখক: মোঃ শামীমুল ইসলাম
উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস

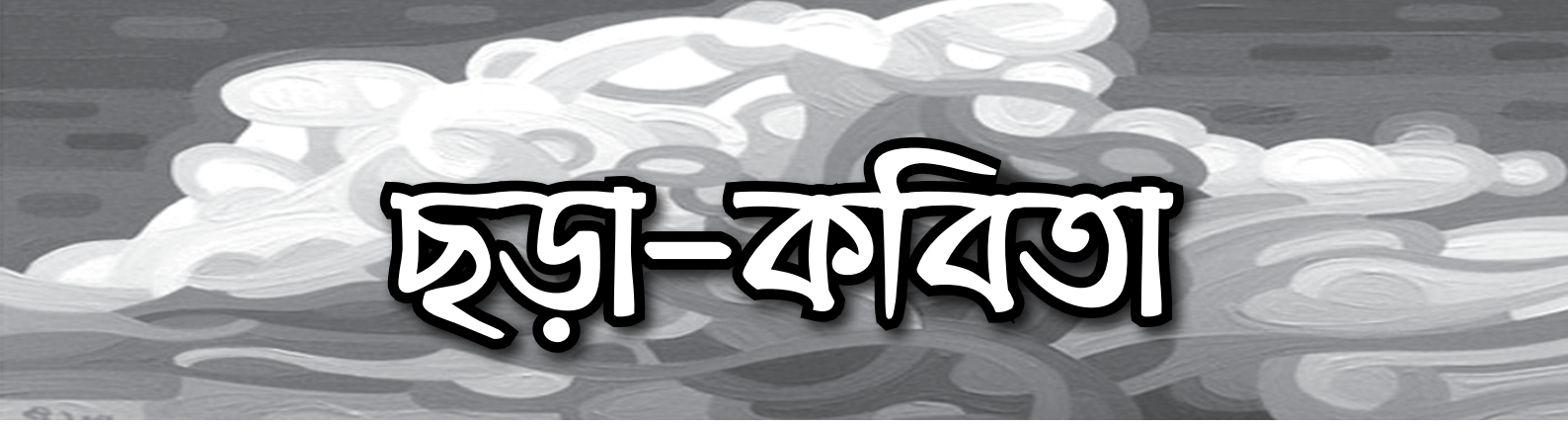

বয় স্কাউট

মনযূর উল করীম

উর্ধে আছেন আল্লাতালা
তিনিই দেখান পথ
বাবা-মা আছেন গুরুজনই
আমরা নেই শপথ।

তাদের কথা আদেশ তাদের
মান্য আমরা করবো
দুঃখীজনে ভালবেসে
আমরা এ দেশ গড়বো।

আমরা সবাই স্কাউট আর
আমরা পরের জন্য
জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে
নিজেকে করি ধন্য।

প্রশ্নবোধক !

কবি শিখর চৌধুরী

ঘটনাবহুল ১৫ আগস্টের সকাল বেলা
রোজকার মতো অনেকেই করেছিলো হেলাফেলা।
দিনটি ছিলো পবিত্র শুক্রবার
তাও কেন ঘটল মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের হাহাকার!
আক্রান্ত হলো ৩২ নং রোডের ৬৭৭ নং বাড়ি
যাকে ঘিরে রেখেছিলো বঙ্গসেনা অভ্যুত্থানকারীদের ট্যাংকের সারি।
আক্রমণকারীরা আক্রমণ করলো শেখ মুজিবকে, যিনি তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি
বিনা উস্কানিতে গুলিবর্ষণ করলো, এ কী সৈনিকদের ভ্রমমতি!
সিড়ির ধাপে পড়ে রইল তাঁর রক্তাপ্লুত মৃতদেহ
বাঙালি সৈনিকরা কীভাবে করলো তাকে এমন হায়!
সাথে মারা পড়লো তার পরিবারের ছোট-বড় সকল সদস্য
বাংলার ইতিহাসে তা আজো বড়ো রহস্য।
যে ব্যক্তি সারা জীবন বাঙালি জাতির জন্য সংগ্রাম করে গেলেন
ব্রাশফায়ারে শতছিন্ন দেহ তিনি কেন পেলেন।

খেলাধুলা

জহিরের কীর্তি

১২-১৬ জুলাই ২০১৭ কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হয় দশম বিশ্ব অনূর্ধ্ব-১৮ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশীপ। ১২ জুলাই ২০১৭ এ প্রতিযোগিতা ৪০০ মিটার স্প্রিন্টে সেমিতে ওঠার কৃতিত্ব দেখান বাংলাদেশের মোহাম্মদ জহির রায়হান। ১৯৯৮ সালে মস্কোর ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ গেমসে ১০০ মিটাওে আব্দুল্লাহ হেল কাফির সেমিফাইনালে ওঠার পর ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের কোনো প্রতিযোগিতায় দেশের প্রথম অ্যাথলেট হিসেবে এ কৃতিত্ব দেখান তিনি। ১৩ জুলাই ২০১৭ অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে পড়েন জহির। সেমিফাইনালের তিনটির হিটের সামগ্রিক ফলাফলে জহির ২৩ জনের মধ্যে ১৪তম হন।

CPL-এ সাকিব-মিরাজ

৪ আগষ্ট-৯ সেপ্টেম্বও ২০১৭ অনুষ্ঠিত হবে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (CPL)। ৬ দলের এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান ও মেহেদী হাসান মিয়াজ। CPL'র ইতিহাসে তৃতীয় বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে অংশ নিচ্ছে মিরাজ। সাকিব আল হাসান জ্যামাইকা তাল্লাওয়াস ও মেহেদি হাসান মিরাজ ক্রিনবাগো নাইট রাইডার্স-এর পক্ষে প্রতিযোগিতায় অংশ নিবে।

ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ

৬টি ফুটবল কনফেডারেশনের ২৪টি দল নিয়ে ৬-২৮ অক্টোবর ২০১৭ ভারতে অনুষ্ঠিত হবে সপ্তদশ ফিফা অনুর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ। প্রথমবারের মতো ফিফা কোনো বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে ভারত। ৭ জুলাই ২০১৭ ভারতের রাজধানী মুম্বাইতে চূড়ান্ত করা হয় সপ্তদশ ফিফা অনুর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ গ্রুপিং।

ক্রিকেটের নতুন যত আইন

আইসিসি'র ক্রিকেট কমিটির প্রস্তাবিত বেশ কিছু নতুন নিয়ম। ১ অক্টোবর ২০১৭ থেকে ক্রিকেটে নতুন আইনগুলো কার্যকর হবে।

লাল কার্ড

ক্রিকেট মাঠে অসদাচরন করলে তার শাস্তি আছে; তবে সেটা ম্যাচের পরে। নিষেধাজ্ঞা, অর্থ জরিমানা এসবই হয় শাস্তি। তবে ভবিষ্যতে খারাপ আচরণের সাজা হবে তাৎক্ষণিকভাবে মাঠ থেকে বহিষ্কার। অনেকটা হকি ফুটবলের লাল কার্ডের মতোই। এক্ষেত্রে রেফারির ক্ষমতা থাকবে আম্পায়ারের হাতে। কোনো খেলোয়াড় যদি অন্য খেলোয়াড়, আম্পায়ার, কর্মকর্তা বা দর্শকদের শারীরিকভাবে আঘাত করেন বা করতে উদ্যত হন, তাহলে আম্পায়ার সেই খেলোয়াড়কে মাঠের বাহিরে পাঠিয়ে দিতে পারবেন।

ব্যাটের আকার নির্দিষ্টকরণ

বলের ওজন সীমার মধ্যে থাকলেও ব্যাটের আকার নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো সীমা এতদিন ছিল না। তবে ১ অক্টোবর ২০১৭ থেকে ব্যাটের সর্বোচ্চ প্রশস্ততা হবে ১০৮ মিলিমিটার, পুরুত্ব ৬৭ মিলিমিটার এবং পার্শ্ব অংশ ৪০ মিলিমিটার পর্যন্ত।

রিভিউ পদ্ধতির সংশোধন

আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিখুঁত করতে চালু হয়েছিল ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম (DRS)। ক্রিকেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানান প্রশ্ন ওঠায় উজঝ নিয়ে নতুন কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্তসমূহ- টেস্ট আর ওয়ানডের মতো টি২০-তেও চালু হবে DRS। এতো দিন টেস্টে ৮০ওভারের পর নতুন কওে দুটি রিভিউ যোগ হতো। নতুন নিয়মে ৮০ওভারের পর আর রিভিউ যোগ হবে না। অর্থাৎ পুরো ইনিংসেই রিভিউ বরাদ্দ থাকবে শুধু দুটি। রিভিউ নেয়ার পর সিদ্ধান্তটা '৫০-৫০' মনে হলে বা টিভি রিপ্লেতে সিদ্ধান্তটা সন্দেহাতীত ভুল প্রমাণিত না হলে সেটি হয়ে যায় 'আম্পায়ার্স' কল', অর্থাৎ মাঠের আম্পায়ারের দেয়া সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। এখনো তা-ই থাকবে। তবে রিভিউ নষ্ট হবে না।

রান আউটের নিয়ম বদল

প্রচলিত নিয়মে রান নেয়ার সময় কোনো ব্যাটসম্যান ক্রিজের মধ্যে ঢোকার পরও যদি তার ব্যাট ও দুই পা হাওয়ায় থাকে, তা হলে তাকে রানআউট ঘোষণা করা হয়। তবে নতুন নিয়মে এ ধরনের ঘটনায় রান আউট হবে না। একবার মাটিতে ব্যাট ছোঁয়ানোই যথেষ্ট, বেল পড়ে যাওয়ার সময়টি মুখ্য নয়। অথাৎ ক্রিজের মধ্যে ঢোকার পর ব্যাটসম্যানের ব্যাট বা পা হাওয়ায় উঠে থাকলেও তাকে আর রান আউট হতে হবে না।

■ **অগ্রদূত ক্রীড়া প্রতিবেদক**

পাসওয়ার্ড নিরাপত্তায় করণীয়

প্রযুক্তি বিদ্যার কল্যাণে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব। মানুষ হয়ে উঠছে যন্ত্র নির্ভর। আর সেই বিস্ময়ের মাত্রাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে ইন্টারনেট তথা সাইবার দুনিয়া। তবে সে ক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যাও দেখা দিয়েছে। হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে কম্পিউটারের তথ্য থেকে শুরু করে ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট, ব্যাংকের ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড, ই-মেইল ইত্যাদি অনেক কিছুই চলে যাচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির কাছে। অবশ্য এ অঘটনও প্রতিরোধ সম্ভব যদি আপনি এর পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে একটু সচেতন থাকেন।

তবে আর দেরি না করে চলুন জেনে নেই সাইবার দুনিয়া নিরাপদ রাখতে পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত কিছু টিপস সম্পর্কে–

১. শক্ত পাসওয়ার্ড তৈরি করুন। শক্ত পাসওয়ার্ড বলতে আপনার পাসওয়ার্ড ১০ থেকে ১৫ ক্যারেক্টারের হওয়া উচিত এবং সেখানে স্মল লেটার, ক্যাপিটাল লেটার, সংখ্যা বা বিশেষ ক্যারেক্টার যেমন, ট ৮ বা * রাখা দরকার এবং সেটা আগের কোনো পাসওয়ার্ডের মতো হওয়া যাবে না।

২. কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবহার করুন। আপনার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করার জন্য দুই স্তর বা তার চেয়ে বেশি স্তরের অথেন্টিকেশন ব্যবহার করুন। কোনো অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে হলে আপনার ফোন নম্বর বা কয়েক স্তরের পদক্ষেপ যেন নিতে হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩. প্রতিটি ওয়েবসাইট বা অ্যাপে অনন্য পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। অনেকে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে। ফেসবুক, মেইল, ইয়াহু বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে একই পাসওয়াড ব্যবহার করার মতো বোকামি করে অনেকে। কিন্তু এটা অনেক বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি। কোনো মতে একটা পাসওয়ার্ড ফাঁস হয়ে গেলে আপনার সব অ্যাকাউন্ট কিন্তু ঝুঁকিতে পড়ে গেল।

৪. কোনো জায়গায় আপনার পাসওয়ার্ড প্রবেশ করছেন সতর্ক থাকুন। কোনো সাইট বা অ্যাপে প্রবেশ করার সময় বা পাবলিক কিউস্ক বা চার্জিং স্টেশনগুলোতে পাসওয়ার্ড প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পাবলিক ওয়াইফাই, এয়ারপোর্ট, প্রিয় কফি শপ, হোটেল কক্ষ বা আপনার কলেজ ক্লাসরুমের কম্পিউটারে পাসওয়ার্ড ব্যবহারে বিরত থ াকতে হবে। আর সেসব পাবলিক জায়গাগুলো থেকে কখনোই আপনার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করবেন না। ব্যক্তিগত স্মার্টফোন বা কম্পিউটার থেকেই সেটা করতে হবে।

৫. এছাড়া যুক্ত অ্যাকাউন্ট এড়িয়ে চলুন। মূলত, যুক্ত অ্যাকাউন্ট বিষয়টি কী? ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে আপনি ইচ্ছে করলে অন্যান্য সাইটেও অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। কিন্তু এটা না করে সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে নতুন করে অ্যাকাউন্ট খোলাই ভালো। যুক্ত অ্যাকাউন্ট অনেক আরামদায়ক। কিন্তু এ আরামদায়ক ব্যবস্থার অনেক ঝুঁকি আছে!

৬. আপনরা অ্যাকাউন্টে আক্রমণ করার চেষ্টা হলে নোট রাখুন। যদি খবর পান আপনার ব্যবহৃত ওয়েবসাইট বা অ্যাপে কোনো আক্রমণ হয়েছে তাহলে সেটা সতর্কতার সঙ্গে আমলে নিতে হবে। অন্য কেউও যদি আক্রান্ত হয় তাহলেও নজর দেবেন। আর দ্রুত পাসওয়ার্ড পাল্টে ফেলাও জরুরি হতে পারে।

৭. সহজে অনলাইনে পাওয়া এমন তথ্য দিয়ে পাসওয়ার্ড করা উচিত নয়। ধরেন আপনার পোষা বিড়ালটাকে খুব পছন্দ করেন। তার নাম রাখলেন সুইটি। এখন সেটা দিয়ে যদি পাসওয়ার্ড রাখেন তাহলে অন্যরা কিন্তু ধরে ফেলতে পারেন। আপনি হ্যারি পটার ফ্যান তাই বলে হ্যারি পটার পাসওয়ার্ডে নিয়ে আসবেন না। মনে রাখতে হবে, ফেসবুকের পাতাভর্তি বন্ধুদের নানা পোস্ট হয়তো আপনাকে খুশি করছে বা লাইক দিতে বাধ্য করছে। কিন্তু এ পোস্টগুলোর মধ্যে অনেকগুলো দুর্বৃত্তদের নকশা করা ম্যালওয়ারও হতে পারে। এসব স্প্যাম ফেসবুক থেকে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করতে পারে বা বেকায়দায় ফেলার মতো অবস্থা তৈরি করতে পারে। এসব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে চটকদার পোস্ট।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.০৭.২০১৭ ॥ শনিবার
– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।

০৩.০৭.২০১৭ ॥ সোমবার
– বিচারপতি অপসারণ সংক্রান্ত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রাখেন সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ।

০৬.০৭.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
– ১৯ বছর পর বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে যৌথ কমিশনের সপ্তম বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

০৭.০৭.২০১৭ ॥ শুক্রবার
– মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু করে বাংলাদেশের প্রথম ক্ষুদ্রাকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ 'ব্র্যাক অন্বেষা'।

০৮.০৭.২০১৭ ॥ শনিবার
– তিনদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার (UNHCR) ফিলিপ্পো গ্রান্ডি।

১০.০৭.২০১৭ ॥ সোমবার
– দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে ৩টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

১৩.০৭.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
– দশম জাতীয় সংসদের ষোড়শ অধিবেশ সমাপ্তি হয়।

১৪.০৭.২০১৭ ॥ শুক্রবার
– বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে ১টি চুক্তি ও ১৩টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

১৬.০৭.২০১৭ ॥ রবিবার
– একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সাত দফা কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
– জ্বালানি খাতে সুইডেনের সাথে ৫টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৮.০৭.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেলে স্টুডিও উদ্বোধন হয়।

২৩.০৭.২০১৭ ॥ রবিবার
– এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়।

২৬.০৭.২০১৭ ॥ বুধবার
– ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) মুদ্রানীতি ঘোষণা।

২৭.০৭.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
– দক্ষ বাংলাদেশ নির্মাণে নীতিগত সুপারিশ প্রণয়ন ও TVET (কারিগরি) ও ভোকেশনাল শিক্ষা-প্রশিক্ষণ) নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকায় তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়।

২৮.০৭.২০১৭ ॥ শুক্রবার
– ঢাকায় দুইদিনব্যাপী ১২ সদস্যের জোট ডেল্টা কোয়ালিশন মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স শুরু হয়।

৩১.০৭.২০১৭ ॥ সোমবার
– একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সুশীল সমাজের সাথে সংলাপে বসে নির্বাচন কমিশন।

বিদেশের খবর...

০১.০৭.২০১৭ ॥ শনিবার
– ভারতে অভিন্ন করব্যবস্থা চালু।
– সৌদি আরবে 'পারিবারিক কর' বা 'প্রবাসী কর' নামে নতুন কর কার্যকর।

০২.০৭.২০১৭ ॥ রবিবার
– মিয়ানমারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা থং তান তিনদিনের সফরে ঢাকা আসেন।
– দুর্নীতির দায়ে জেল খাটা সর্বপ্রথম ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট ২৭ মাসের কারাজীবনের মধ্যে ১৬ মাস কারাভোগের পর প্যারোলে মুক্তি পান।

০৪.০৭.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
– প্রথমবারের মতো দূরপাল্লার আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের (ICBM) সফল পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া।

০৬.০৭.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
– ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও জাপানের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়।

০৯.০৭.২০১৭ ॥ রবিবার
– ইরাকের পূর্বাঞ্চলীয় শহর মসুল সম্পূর্ণরূপে আইএস মুক্ত করে সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয় ঘোষণা করে দেশটির সরকার।

১১.০৭.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
– সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১২.০৭.২০১৭ ॥ বুধবার
– দুর্নীতি ও অর্থ কেলেঙ্কারির দায়ে ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভার সাড়ে নয় বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত।

১৩.০৭.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
– সুয়োজ-২-১ এ রকেট দিয়ে একসাথে ৭৩টি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে এশিয়া।

১৭.০৭.২০১৭ ॥ সোমবার
– ভারতের ১৪তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
– নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে SDG'র অগ্রগতির আলোকে তিনদিনব্যাপী শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম (HLPF) শুরু হয়।

২৫.০৭.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
– ভারতের ১৪তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন রামনাথ কোবিন্দ।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ
ঢাকা

রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়ার স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদ স্মরণ সভায় বক্তৃতা দেন

বাংলাদেশ স্কাউটসের সাবেক লিডার ট্রেনার ও জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) অধ্যক্ষ মোঃ রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া স্মরণে ৫ জুলাই, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতর, কাকরাইল, ঢাকায় স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। স্মরণ সভায় বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ, রোভার অঞ্চলের কর্মকর্তা, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা রোভার ও ঢাকা মেট্রোপলিটন এর কর্মকর্তা ও রোভার স্কাউট, স্কাউট ও কাব স্কাউটসহ মরহুমের পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। স্মরণ সভায় মরহুমের কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং রুহের মাগফেরাত কামনা দোয়া করা হয়। অধ্যক্ষ মোঃ রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া গত ৩০ জুলাই, ২০১৭ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

অধ্যক্ষ মোঃ রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মোঃ আফজাল হোসেন, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, প্রফেসর মোঃ সায়েদুর রহমান, সাবেক জাতীয় কমিশনার, প্রফেসর ড. নির্মল কান্তি মিত্র, লিডার ট্রেনার, জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্ট), জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগও মার্কেটিং), জনাব শরীফ আহমেদ কামাল, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বেগম ফরিদা ইয়াসমিন, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মাহবুবা খানম, জাতীয় উপ কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং), খান মোঃ পীর-ই আযম (আকমল), জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস। সকলের বক্তব্যে একটি বিষয় প্রকাশ পায় যে, তিনি একজন সাদা মনের মানুষ ছিলেন। একজন নির্লোভ, নিরহংকার মানুষ ছিলেন। তিনি সর্বদা মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন।

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর লিডার ট্রেনার ও সাবেক জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) অধ্যক্ষ মোঃ রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া ৩০ জুলাই, ২০১৭ তারিখে ৭৫ বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

বাংলাদেশ: বিশ্ব স্কাউট সংস্থার অ্যাওয়ার্ড অর্জন

১৪ থেকে ১৮ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে আজারবাইজানের বাকুতে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার ৪১তম বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে ৩২ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। ১৬৯টি দেশের প্রায় ২০০০ জন স্কাউট কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ১৬৯টি দেশের এই বিশ্ব সংস্থা বিগত তিন বছরে মেম্বারশীপ গ্রোথ রেট মূল্যায়ন করে ৫টি জাতীয় স্কাউট সংস্থাকে মেম্বারশীপ গ্রোথ টপ ফাইভ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। বাংলাদেশ এই অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে বিশ্বে দেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল করেছে। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য ৪টি দেশ কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও ভারত এই অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে অর্জিত সনদপত্র প্রধান জাতীয় কমিশনারের হাতে প্রদান করছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ

৪১তম বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্স এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো ছিল–

- বিশ্ব স্কাউট সংস্থা এই কনফারেন্সে ২টি দেশকে নতুন সদস্য দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- Mr. Craig Turpie from the United Kingdom পরবর্তী ৩ বছরের জন্য বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।
- ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীর(২০২৩ সাল) আয়োজক দেশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়াকে নির্বাচন।
- ৪২তম বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্স ও ১৪তম ওয়াল্ড ইয়ুথ ফোরাম (২০২০ সাল) এর আয়োজক দেশ হিসেবে মিশরকে নির্বাচন।

প্রধান জাতীয় কমিশনারকে সংবর্ধনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার নির্বাচিত হওয়ায় আমরা স্কাউট গ্রুপ এর পক্ষ থেকে ২২ জুলাই, ২০১৭ শামস হল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও প্রধান জাতীয় কমিশনার। প্রফেসর নাজমা শামস এর সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আমরা স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব জনাব মোঃ শাহ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), জনাব জিল্লার রহমান, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), কাজী নাজমুল হক, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং), জনাব মোঃ মোহসীন, যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ক্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), জনাব এস এম ফেরদৌস, জাতীয় উপ কমিশনার (মেম্বাশীপ গ্রোথ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)।

প্রথম জাতীয় ইন্টারনেট জাম্বুরী

স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিসহ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কলাকৌশল অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের পরিচালনায় ০৮-০৯ জুলাই ২০১৭ দেশব্যাপী প্রথম জাতীয় ইন্টারনেট জাম্বুরী ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত এই ইন্টারনেট জাম্বুরীতে ৪০০০ জন স্কাউট ও রোভার স্কাউটস সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং অনলাইনে সনদ অর্জন করে। ইন্টারনেট জাম্বুরী বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ ওয়েবসাইট ও জাম্বুরী প্রোগ্রামসহ বিশেষ সফটওয়ার তৈরী করা হয়। স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ জাম্বুরী ওয়েব সাইট– www.bsnij.com এ প্রবেশ করে প্রথমে রেজিঃ সম্পন্ন করে। জাম্বুরীতে সর্বমোট ১,২০,০০০ ম্যাসেজ ও তথ্য আদান প্রদান করে স্কাউটগণ তাদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনসহ নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরী করে।

আঞ্চলিক স্কাউটসের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের জেলা স্কাউটস, জেলা রোভার, উপজেলা স্কাউটস ও ইউনিট এর পরিচালনায় এই জাম্বুরী বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়াও স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বাসা থেকেও স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ ও কম্পিউটারের সাহায্যে ইন্টারনেট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় সদর দফতর, কাকরাইল, ঢাকায় বেইসক্যাম্প হতে ০৮ জুলাই ১৭ তারিখ সকাল ১০টায় আনুষ্ঠানিকভাবে জাম্বুরী উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ২০০ জন রোভার স্কাউট ও স্কাউট অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জনাব মোঃ আরিফুজ্জমান, জাতীয় উপ কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস) বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, সদস্য স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় কমিটি। অতিথিগণ বক্তব্য শেষে রেজিস্ট্রেশন করে জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করে। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব কর্তৃক জাম্বুরীর উদ্বোধন ঘোষণার পর উপস্থিত স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা অনলাইনে ৫টি চ্যালেঞ্জ এ অংশগ্রহণ করে সনদপত্র অর্জন করে। প্রথম জাতীয় ইন্টারনেট জাম্বুরী উপলক্ষে জাতীয় সদর দফতরে একটি অ্যামেচার রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হয়। স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ অ্যামেচার রেডিও এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং অ্যামেচার রেডিও সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে।

■ প্রতিবেদক: এ এইচ এম শামছুল আজাদ
উপ পরিচালক (স্পেশাল ইভেন্টস), বাংলাদেশ স্কাউটস

‘ওয়ার্ল্ড স্কার্ফ ডে’ উদযাপন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ‘Messengers of Golden Ribbon’ প্রকল্পের আওতায় ০১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল এর পেডিয়াট্রিক হেমাটলজি এবং অনকলোজি বিভাগের ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের মাঝে খেলনা, ড্রয়িং বুক ও কালার পেন্সিল বিতরণ করা হয় এবং একই সাথে এই প্রকল্পের রোভার স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ স্কার্ফ পরিধান করে ‘ওয়ার্ল্ড স্কার্ফ ডে’ উদযাপন করেন। এই কার্যক্রমে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, ম্যাসেঞ্জার অব পিস, এবং জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস।

এই প্রকল্পের আওতায় ক্যান্সার বিভাগের ওরিয়েন্টেশনপ্রাপ্ত ৪০ জন রোভার স্কাউট প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট ৩ দিন ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গদান এবং অভিভাবকদের কাউন্সেলিং করছে। ৪০ জন রোভার স্কাউটকে ২টি গ্রুপে ৬টি টিমে ভাগ করে প্রতি সপ্তাহের শনিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার দুই থেকে তিন ঘন্টা করে এই কার্যক্রম চলছে। স্বেচ্ছাসেবক রোভার স্কাউটবৃন্দ ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের বেড টু বেড গিয়ে সঙ্গদান, যেমন- গল্পবলা, ছবি আঁকা, খেলনা দিয়ে খেলা করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শিশুদের ভয় ও উদ্বেগ কমাতে সহায়তা করে।

■ প্রতিবেদক: মোঃ আকতার হোসেন
সহকারি পরিচালক (এমওপি), বাংলাদেশ স্কাউটস

২৩তম রংপুর জেলা স্কাউট সমাবেশ ২০১৭ অনুষ্ঠিত

শান্তিময় জীবনের জন্য স্কাউটিং থীমকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস, রংপুর জেলার আয়োজনে ২ থেকে ৬ আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত রংপুর জিলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হলো ২৩ তম রংপুর জেলা স্কাউট সমাবেশ ২০১৭। রেজিস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে সমাবেশে একটি প্রতিবন্ধি বিশেষ গার্ল ইন স্কাউট দল সহ রংপুর জেলার ৮ উপজেলার স্কাউট ও গার্ল-ইন স্কাউট এর ৪৯টি দল অংশ গ্রহণ করে।

২ আগস্ট সকাল ১০.৩০টায় অংশগ্রহণকারী দল সমুহ সমাবেশ ভেন্যুতে উপস্থিত হয় এবং তাদের আখিরা ও যমুন্বেশরি সাব ক্যাম্পে বিভক্ত করে আবাসন হিসেবে তাঁবু নাম্বার প্রদান করা হয়। নিজ তাবু পেয়ে সমাবেশে অংশগ্রহণকারি বিভিন্ন দলের সদস্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাঁবু সাজাতে আর গ্যাজেট বানাতে। ২ আগস্ট সন্ধ্যা ৬.৩০টায় মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান-জেলা প্রশাসক ও সভাপতি রংপুর জেলা স্কাউট এর সভাপতিত্বে ২৩ তম রংপুর জেলা স্কাউট সমাবেশ ২০১৭ এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন খন্দকার গোলাম ফারুক, ডিআইজি রংপুর রেঞ্জ। অতিথিবৃন্দের ২৩তম রংপুর জেলা স্কাউটস সমাবেশের সমাবেশ স্কার্ফ ও ব্যাজ পড়িয়ে বরণ করে নেন রংপুর জেলা স্কাউটস কর্মকর্তাবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলার সাফল্যময় দিক তুলে ধরে সমাবেশে অংশগ্রহণকারি সকলের প্রতি দিক নির্দেশনামুলক বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি।

এবারের সমাবেশে অংশগ্রহণকারী স্কাউটরা ৩টি কার্যক্রম সহ ১২টি চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করে। ৩আগস্ট সমাবেশের ২য় দিন শুরু হয়ে চলতে থাকে সমাবেশের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কার্যক্রম এবং৪ আগস্ট বিকেল ৫.৩০টায় গ্রান্ড ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ আগস্ট সমাবেশের ৪র্থ দিন সন্ধ্যা ৭.৩০ অনুষ্ঠিত হয় রংপুর জেলার পিএসদের নিয়ে পিএস গ্যাদারিং অনুষ্ঠান। পিএস গ্যাদারিং এ রংপুর জেলা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন বছরের পিএস স্কাউট সদস্যবৃন্দ এবং রংপুর জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশের ৫ম দিন রাত ৮টায় অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশের আকর্ষণীয় ও সীমাহীন আনন্দঘন অনুষ্ঠান মহাতাঁবু জলসা। রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কাজী হাসনাত এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে রংপুর জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসন কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ রংপুর জেলা স্কাউটস এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মাহফুজুর রহমান-জাতীয় কমিশনার আইসিটি ও চেয়ারম্যান (সচিব) ভুমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

তাঁবু জলসার প্রথম পর্বে আগত অতিথিবৃন্দের সমাবেশ স্কার্ফ ও ব্যাজ পড়িয়ে বরণ করে নেন রংপুর জেলা স্কাউটস কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলার সাফল্যময় দিক তুলে ধরে সমাবেশে অংশগ্রহণকারি সকলের প্রতি দিক নির্দেশনামুলক বক্তব্য রাখেন অতিথিবৃন্দ।

আগত অতিথিবৃন্দের মাঝে সমাবেশ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদানের পরে চারদিক থেকে মশাল নিয়ে ছুটে আসা আর উচ্চস্বরে ধ্বনিত তরুণ স্কাউটদের সাথে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এবং জোৎসনা রাত্রে চন্দ্রের মিটি মিটি আলোর মাঝে বাঁধাহীন মুক্ত আকাশে ফানুস উড়িয়ে মহাতাঁবু জলসার উদ্বোধন করেন অতিথি বৃন্দ। এ সময় জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলে উচ্চ স্বরের একই কণ্ঠে গেয়ে উঠে 'ক্যাম্প ফায়ার ক্যাম্প ফায়ার সঙীত'। তাঁবু জলসা উপভোগ করতে স্থানীয়দের ভীরে অন্যরকম আনন্দঘণ পরিবেশে পরিনত হয় সমাবেশ ভ্যেনু।

দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে সমাবেশে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী গার্ল ইন স্কাউট গ্রুপসহ সাব ক্যাম্প থেকে বাছাই পর্বের বিজয়ী ১০টি দল তাদের পরিবেশনা উপস্থাপনা করেন এছাড়াও,এ পর্বে জিরো পেট্রোল ও রোভার স্কাউটরা তাদের পরিবেশনা উপস্থাপনা করে তাঁবুজলসা কে আরো আকর্ষনীয় করে তুলে। সাংস্কৃতিক পর্ব শেষে আগত অতিথিবৃন্দ সহ সকলেই নৈশ ভোজে অংশ নেয়।

সমাবেশের শুরু থেকে শেষ দিন অবধি বিপির তরুণ উদীয়মান সেনাদের পদচারণায় আর ভোরের পাখির কিচিরমিচিরের মত ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত মুখোরিত

ছিল সমাবেশ ভ্যেনু।

২৩তম রংপুর জেলা স্কাউট সমাবেশকে সুন্দর ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সমাবেশের আহ্বায়ক হিসেবে মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, জেলা প্রশাসক রংপুর ও সভাপতি রংপুর জেলা স্কাউট, সমাবেশ চীফ হিসেবে মোঃ সিদ্দিকুর রহমান (এলটি)-নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ স্কাউটস ও কমিশনার রংপুর জেলা স্কাউটস, প্রোগ্রাম চীফ হিসেবে মোঃ আব্দুর রহিম-রংপুর জেলা স্কাউট লিডার দ্বায়িত্ব পালন করেন।

সমাবেশ সুন্দর ও সফল ভাবে পরিচালনা করতে সহযোগিতা করেন মোহাম্মদ আবু সাঈদ-সহকারি পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস, রংপুর জোন, মোছাঃ আলেয়া খাতুন-সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) রংপুর জেলা স্কাউট, মোঃ মাহবুবুল আলম প্রামাণিক,আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্স), বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চল ও কোষাধ্যক্ষ রংপুর জেলা সহ স্টাফ হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন রংপুর জেলা স্কাউটসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্বেচ্ছাসেবী রোভার ও গার্ল ইন রোভার ১৭ জন সহ মোট ১০০ জন কর্মকর্তাবৃন্দ।

৬ আগস্ট সকাল ৮টায় প্যাক আপ পরিদর্শন, সমাবেশ সমাপনি অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট ও অংশগ্রহণকারি দল সমূহের সমাবেশ এলাকা ত্যাগের অনুমতিপত্র প্রদান এবং ক্যাম্প মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে ২৩তম রংপুর জেলা স্কাউটস সমাবেশের সফল সমাপ্তি ঘটে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, রংপুর

সিলেট অঞ্চলের বার্ষিক কাউন্সিল ও কৃতি স্কাউটারদের সংবর্ধনা

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের বার্ষিক কাউন্সিলের ২১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৭ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে সিলেটের গোলাপগঞ্জে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বার্ষিক কাউন্সিলের ২১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের পৃষ্ঠপোষক এবং সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের কোষাধ্যক্ষ স.ব. দানিয়ালের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সভাপতি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেটের চেয়ারম্যান একেএম গোলাম কিবরিয়া তাপাদার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সহ-সভাপতি ও প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট বিভাগের উপ-পরিচালক তাহমিনা খাতুন, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার, সংবর্ধিত স্কাউটার বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও আঞ্চলিক সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম (মুমিত)। উলেখ্য, বাংলাদেশ স্কাউটসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ইলিশ" লাভ করায় বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও আঞ্চলিক সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম (মুমিত)-কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

তাছাড়া স্কাউটিংয়ে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৫ সালের স্কাউটার অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। উলেখ্য, ২০১৫ সালে সিলেট অঞ্চলের ০২ জন স্কাউটার বাংলাদেশ স্কাউটসের দ্বিতীয় সবোর্চ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ অর্জন করেন। এছাড়াও সিলেট অঞ্চলে সভাপতি অ্যাওয়ার্ড ০৩ জন, সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড ০১ জন, লং সার্ভিস ডেকোরেশন ০২ জন, বার টু দ্যা মেডেল অব মেরিট ০৪ জন, মডেল অব মেরিট ০৯জন এবং ৫৯জন ন্যাশনাল সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।

আইনি সহায়তা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ওরিয়েন্টেশন

বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনা ও বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ২৭ জুলাই, ২০১৭ তারিখে স্কাউট ভবন, সিলেটে আইনি সহায়তা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সাবেক সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. শরীফ আশরাফুজ্জামান, জাতীয় কমিশনার (বিধি)। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার, এডভোকেট খান মোঃ পীর ই আযম(আকমল), জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), ব্যারিস্টার মঈন আলম ফিরোজী, জাতীয় উপ কমিশনার (বিধি)। সূচনা বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম মুমিত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আঞ্চলিক পরিচালক উনুচিং মারমা। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক মাহফুজ আহমদ চৌধুরী।

প্রবীণ স্কাউট ব্যক্তিত্ব বিরাজ মাধব চক্রবর্তী মানস এর সভাপতিত্বে ও আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) প্রমথ সরকার এর পরিচালনায় ওরিয়েন্টেশনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেঃ ও মূল্যাঃ) ইসমাইল আলী বাচ্চু, বাংলাদেশ স্কাউটসের সহকারী পরিচালক এডভোকেট মনজুরুল আলম, সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক রাসেল আহমদ, এডভোকেট মোহাম্মদ শিপলু রহমান প্রমুখ।

ওরিয়েন্টেশন কোর্সে সিলেট অঞ্চলের জেলা ও উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক, কমিশনার ও তাদের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

■ প্রতিবেদক: খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিলেট

৩৬৭ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স

১৬ থেকে ২১ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রূপাতলী, বরিশালে ৩৬৭তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আব্দুস সোবহান এলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আব্দুস ছাত্তার এলটি ও সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশ স্কাউট, জনাব মোঃ মমতাজ আলী এলটি, আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক, বরিশাল অঞ্চল; জনাব আলেয়া ছাইদ এলটি, মোঃ জামাল উদ্দীন সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী জনাব মোঃ ইসহাক আলী এএলটি সহ ৯ জন প্রশিক্ষক ও

বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের ৩য় দিন ১৮ জুলাই ২০১৭ তারিখ স্কাউট ওন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ ঈসরাইল হোসেন সচিব, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল। ২০ জুলাই, ২০১৭ কোর্সের তাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোস্তাফিজুর রহমান, আঞ্চলিক কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল ও উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বরিশাল অঞ্চল; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস এম ফারুখ, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল ও উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা বরিশাল অঞ্চল; আরোও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ লুৎফর রহমান এলটি ও কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চল; জনাব সাবিনা ইয়াসমিন, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল জেলা ও প্রধান শিক্ষক, বরিশাল জিলা স্কুল, জনাব মোঃ ফারুখ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল।

৮৭ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স

২২ থেকে ২৫ জুলাই ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রূপাতলী, বরিশালে ৮৭তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আব্দুস ছাত্তার এলটি ও সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশ স্কাউট। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আব্দুস সোবহান এলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল, জনাব মোঃ মমতাজ আলী এলটি, আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক, বরিশাল অঞ্চল; মোঃ জামাল উদ্দীন সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী জনাব কাজী ফাহিমা আক্তার মুন্নি এএলটি, জনাব মোঃ ইসহাক আলী মিজান এএলটিসহ ৯ জন প্রশিক্ষক ও বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

আঞ্চলিক প্রতিভা অন্বেষণ

বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চলের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ২১ জুলাই ২০১৭ আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রূপাতলী বরিশালে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয় অঞ্চলিক প্রতিভা অন্বেষণ। স্কাউটদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার জন্য এ আয়োজন। চিত্রাঙ্কান, নজরুল গীতি, আধুনিক গান, নৃত্য ও আঞ্চলিক গান মোট ৫টি বিষয়ে বরিশাল অঞ্চলের মোট ৬০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব আব্দুস সোবহান এলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল; জনাব আব্দুস ছাত্তার এলটি ও সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশ স্কাউট, জনাব মোঃ মমতাজ আলী এলটি, আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক, বরিশাল অঞ্চল; জনাব মোঃ জাকির হোসেন এলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল; মোঃ জামাল উদ্দীন সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস পটুয়াখালী; জনাব মোঃ ইসহাক আলী এএলটি। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আঞ্চলিক পর্যায়ে শাপলা ও পিএস মূল্যায়ন

বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখ শুক্রবার পটুয়াখালী লতিফ মিউনিসিপ্যাল সেমিনারী পটুয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হয় আঞ্চলিক পর্যায়ে শাপলা ও পিএস মূল্যায়ন। এতে পটুয়াখালী জেলার পটুয়াখালী সদর, মির্জাগঞ্জ ও দুমকি উপজেলার মোট ১৩৩ জন শাপলা ও ৩৯ জন পিএস অংশগ্রহণ করে। লিখিত, ব্যবহারিক মৌখিক ও সাঁতার এর উপর মূল্যায়ন করা হয়। আঞ্চলিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা জাতীয় পর্যায় মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করবে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ জামাল উদ্দীন
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, পটুয়াখালী

বাকৃবিতে তাঁবুবাস ও দীক্ষা ক্যাম্প

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা ক্যাম্প ১০ থেকে ১২ আগস্ট ২০১৭ প্রকৃতির কন্যাখ্যাত, চিরসবুজে ঘেরা নৈসর্গিক পরিমন্ডলে ১২৫০ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত, দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চতর কৃষিশিক্ষা ও গবেষনার পথিকৃৎ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে ৪২ জন রোভার, ১৩ জন রোভার লিডার ও কর্মকর্তাসহ মোট ৫৫ জনের একটি দল চট্টগ্রাম ট্রেন স্টেশন হতে বিজয় এক্সপ্রেসে ময়মনসিংহে আসে।

১০ আগস্ট বিকাল ৫টায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাষী হোস্টেলে জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, আরএসএল, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ ও কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম জেলা রোভার এবং জনাব মোঃ রাকিব উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ডেপুটি রিজিওনাল কমিশনার (প্রকল্প ও ফাউন্ডেশন), বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল এর উপস্থিতিতে উক্ত ক্যাম্পের উদ্বোধন হয়। এরপর ৪২ জন রোভারদের ৬টি উপদলে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন উপদলের সদস্যদের উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পর স্কাউট ওনের মাধ্যমে প্রথমদিনের ক্যাম্প কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। সকাল সাড়ে পাঁচটায় বিপি পিটির মাধ্যমে ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনের যাত্রা শুরু হয়। বৃষ্টিমুখর এই দিনে সকালবেলা নাস্তার পর পাইওনিয়ারিং ও প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপর রোভারদের বিভিন্ন উপদল ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ৯টা হতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বোটানিক্যাল গার্ডেন, মৎস্য জাদুঘরসহ বাকৃবির বিভিন্ন স্থাপনা সবাইকে ঘুরে দেখানো হয়। দুপুর ২টা হতে প্রত্যেকটি উপদল ফিল্ডবুক ও কম্পাসের সাহায্যে হাইকিং করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো যেমনঃ বিজয় ৭১, শহীদ মিনার, মরণনসাগর, বঙ্গবন্ধু চত্বর, বিনা, বিএফআরআই, কৃষিতত্ত্ব খামার, উদ্যানতত্ত্ব খামার, কীটতত্ব খামার, জেনেটিক্স এন্ড প্ল্যান্টব্রিডিং খামার, আমবাগান, নারকেল বাগান, লিচুবাগান, নারিকেল বাগান প্রভৃতি প্রদক্ষিন করে তাদের গন্তব্য স্থল বিশ্বের দ্বিতীয় এবং এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ জার্মপ্লাজম সেন্টার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জার্মপ্লাজম সেন্টারে পৌঁছে বিকাল পাঁচটা হতে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত অবস্থান করে। জার্মপ্লাজমে অবস্থানকালীন সময়ে তারা নানা দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ফলের জাত ও জার্ম সংরক্ষণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। রাত সাড়ে আটটায় চট্টগ্রাম কলেজের রোভার স্কাউট লিডার জনাব মোঃ কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিভিন্ন উপদলের উপদল ভিত্তিক পরিবেশনায় মহাতাঁবুজলসা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ জসিম উদ্দিন খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. সচ্চিদানন্দ দাস চৌধুরী, সহযোগী ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোঃ মোক্তার হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর প্রফেসর ড. মোঃ আতিকুর রহমান খোকন। অনুষ্ঠানে স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ রাকিব উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ডেপুটি রিজিওনাল কমিশনার (প্রকল্প ও ফাউন্ডেশন), বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল। রোভার ও গার্ল-ইন-রোভারদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় মহাতাঁবু জলসা সমাপ্তির হয়। রাতের খাবার গ্রহণের পর দীক্ষা প্রার্থী নতুন রোভারদের ভিজিল গ্রহণের মাধ্যমে দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম সমাপ্তি হয়।

পরদিন সকাল সাড়ে ছয় টায় পূর্বরাতে ভিজিলে অংশগ্রহণকারী সহচর স্তরের সকল রোভারদের দীক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে চট্টগ্রাম কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ বাংলাদেশ স্কাউট তথা বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর সবাইকে নিয়ে গন্তব্য বৃহত্তর ময়মনসিংহের শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলায় অবস্থিত গজনী অবকাশ,নালিতাবাড়ী রমধুটিলা ইকোপার্ক ও নাকুগাঁও স্থলবন্দর। গত কিছুদিনের ভারী বৃষ্টিপাতে পাহাড়ী ঢলেনালিতা বাড়ীর বিভিন্নএলাকা বন্যায় প্লাবিত হওয়ায় রাস্তা-ঘাটের সমস্যার কারণে শেষ পর্যন্ত আরনাকুগাঁও স্থল বন্দরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে সারাদিন গজনী ও মধুটিলায় পাহাড় আর সবুজের অপরুপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করে সন্ধ্যা ছয় টায় ময়মনসিংহে ফেরা হয়।রাত আটটায় বিজয় এক্সপ্রেস-এ চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের তিন দিনের ক্যাম্প সফলভাবে পরিসমাপ্তি হয়।

■ খবর প্রেরক: **শামসুদ্দোহা পিয়াস**
গ্রুপ সিনিয়র রোভার মেট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ, ময়মনসিংহ

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

পূর্ণভবা নদীর বাধে বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা ও জেলা রোভারের সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী-২০১৭ পালিত হয়। ১২ জুলাই ২০১৭ দিনাজপুর সদর উপজেলার ১নং চেহেলগাজী ইউনিয়ন এর কর্ণাইঘাট এলাকায় পূর্ণভবা নদীর বাধে দিনাজপুর জেলা ও জেলা রোভারের ১০০ জন স্কাউট ও রোভার প্রায় ৩০০০টি বৃক্ষ রোপণ করে। রোপণকৃত গাছ গুলোর মধ্যে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করে। এর অর্থায়নে ছিলেন উজ্জ্বল বনায়ন প্রকল্প।

এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে উপস্থিত থেকে গাছ রোপণ করে কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন দিনাজপুর জেলা রোভার সম্পাদক মোঃ জহুরুল হক। আরো উপস্থিত ছিলেন ১নং চেলেলগাজী ইউনিয়ন পরিষদ এর ১নং ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর, জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার মোঃ জাহিদুল ইসলাম, জেলা স্কাউট সহকারী কমিশনার মোঃ আকরাম হোসেন, জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মোঃ মামুনুর রশীদ, জেলা স্কাউটের অফিস সহকারী মোঃ আব্দুস সালাস সহ এলাকার গন্যমান্য অনেক ব্যক্তিত্ব।

বৃক্ষরোপণ শেষে স্কাউট ও রোভারেরা গাছের নিয়মিত যত্ন নিতে ছুটে এই বাধে আসবে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ মামুনুর রশীদ
জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর জেলা রোভার

১০টি পরিবারে ১০০টি হাঁসের ছানা বিতরণ

নওগাঁর বদলগাছীতে বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় রোভার গ্রুপের আয়োজনে ১০টি পরিবারে ১০০টি হাঁসের ছানা বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোভার গ্রুপের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ মিলনায়তনে রোভার ডে ক্যাম্প এর উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. হামিদুর রহমান। এই রোভার ডে ক্যাম্পের অংশ হিসেবে বদলগাছীর জিয়ল গ্রামে আদিবাসী মহল্লায় বিকেল ৩টায় হাঁসের ছানা বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় রোভার গ্রুপের সম্পাদক মো. গোলাম মোস্তফা এর সভাপতিত্বে হাঁসের ছানা বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন বদলগাছী সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আব্দুস সালাম মন্ডল, বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ফাগুনী রানী চক্রবর্তী, বদলগাছী প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. এমদাদুল হক দুলু, নওগাঁ জেলা রোভারের সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি ও সাংবাদিক মো. আরমান হোসেন, সাংবাদিক সরোয়ার হোসেন সুমন, সাংবাদিক খালিদ হোসেন মিলুসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

■ খবর প্রেরক: মো. আরমান হোসেন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, নওগাঁ

১৭৬তম রোভার স্কাউট লিডার ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

৩ আগস্ট, ২০১৭ সকাল ৯টায় বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ১৭৬তম রোভার স্কাউট লিডার ওরিয়েন্টেশন ২০১৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়।

ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার এর সম্মানিত সভাপতি ও সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব রেজওয়ানুর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মহোদয় বলেন- শিক্ষকরা হলেন দেশ গড়ার কারিগর, আপনারা যারা আজ ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেছেন প্রত্যেকেই এদেশের কান্ডারী, আপনাদের মাধ্যমে হাজার হাজার মেধাবী শিক্ষার আলো নিয়ে বের হচ্ছে এবং তারা দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করছে। আজ আপনারা যারা রোভার স্কাউট ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার স্কাউটের পতাকার নিচে এসেছেন আপনাদেরকে জেলার পক্ষ থেকে সু স্বাগতম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সুযোগ্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব মো: আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন- স্কাউটের প্রতিজ্ঞা ও আইন যদি একজন ব্যক্তি মনে প্রাণে ধারণ করে তাহলে সে কোন দিন অন্যায় কাজ করতে পারবে না। প্রত্যেক মানুষ-ই স্কাউট করা উচিত। উক্ত ওরিয়েন্টেশনের পরিচালক ছিলেন জনাব মো: কামাল উদ্দীন (এলটি), কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা রোভার। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন- জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমীন খান (এলটি), চট্টগ্রাম বিভাগীয় রোভার স্কাউট লিডার প্রতিনিথি, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল, প্রফেসর মো: মুখলেছুর রহমান (এলটি), কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার, জনাব মুহাম্মদ শরিফ জসীম (উডব্যাজ), সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার। আরো উপস্থিত ছিলেন- জনাব মুহাম্মদ ফখরিয়া, যুগ্ম-সম্পাদক,

বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার, জনাব মো: ছায়েদুর রহমান, জেলা রোভার স্কাউট লিডার প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার, জনাব মো: লিমন মিয়া, সম্পাদক, আলোকিত স্কাউট আইডিয়াল ওপেন রোভার ইউনিট, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার। এছাড়াও সেচ্ছাসেবক ছিলেন, রোভার আব্দুল্লাহ হাসান, রোভার মো: তৌশিকুর রহমান, রোভার মো: নাজমুল হাসান, রোভার মো: আমজাদ হোসেন, রোভার মো: ফখরুল ইসলাম, রোভার মো: বিবেক আহমেদ।

উক্ত ওরিয়েন্টেশনে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৩৯ জন এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৩২ জন, সর্বমোট ৭১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়ার শোকসভা

৪ আগস্ট, ২০১৭ বিকাল ৩টায় বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের উদ্যোগে প্রয়াত স্কাউটার রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া (এলটি) মহোদয়ের শোকসভা ও দোয়া মাহফিল জেলা রোভার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শোকসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার এর সম্মানিত কমিশনার প্রফেসর মো: মুখলেছুর রহমান (এলটি)। প্রয়াত বসুনিয়া স্যারের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি (কমিশনার) অশ্রুজসল চোখে বলেন- প্রয়াত বসুনিয়া হলেন চিরণজীব, সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্কাউটের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। আমরা তাকে ভুলব না। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের সম্মানিত সম্পাদক, জনাব মুহাম্মদ শরিফ জসীম তিনি বলেন- বসুনিয়া স্যার ছিলেন আমাদের সবার অভিভাবকস্বরূপ, আমরা তাকে অনেক সময় বাবা বলে ডাক বলে দিতাম, তিনিও আমাদেরকে ছেলের মত আদর-ভালবাসা দিয়ে কাছে রাখতে। আমরা যখন রোভার অঞ্চল বা স্কাউট হেড কোয়াটারে যেতাম তখন সব সময় স্যারের দেখা পেতাম, স্যারের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরার্মশ করতাম, তিনিও অভিভাবকের মত পরার্মশ দিতেন। আজ আর সেই অভিভাবকে পাব না। তিনি বেচেঁ থাকবেন শুধু আমাদের মাঝে।

পরিশেষে বসুনিয়া স্যারের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মুহাম্মদ শরিফ জসীম সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার। আরো উপস্থিত ছিলেন- জনাব মো: সাদ্দাম হোসেন, কোষাধ্যক্ষ, আলোকিত স্কাউট আইডিয়াল ওপেন রোভার ইউনিট, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার। শোকসভা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জনাব মোঃ লিমন মিয়া, সম্পাদক, আলোকিত স্কাউট আইডিয়াল ওপেন রোভার ইউনিট, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার। শোকসভা ও দোয়া মাহফিলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রোভার এবং গার্ন ইন রোভাররা অংশগ্রহণ করেন।

■ খবর প্রেরক: মো. লিমন মিয়া
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

জাতীয় ভিটামিন এ+ ক্যাম্পেইন এ রোভারদের অংশগ্রহণ

৫ আগস্ট, ২০১৭ ময়মনসিংহ পৌরসভার আয়োজনে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ পৌরসভার মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল, স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান ফয়সাল প্রমূখ। দিনব্যাপী এ কার্যক্রমে সেবাদান করেন স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের রোভার মোঃ সাকিব (পিএস), রোভার মোঃ আবু আল সাঈদ সিফাত (পিএস), রোভার এ এম নাফিস সাদিক সামী (পিএস), রোভার অলক দেবনাথ (পিএস), রোভার শাহারিয়ার ইসলাম, রোভার সালাউদ্দিন আয়্যেবি কিবরিয়া, রোভার মোঃ রিয়েল মিয়া, রোভার মোঃ নাজমুল ইসলাম, রোভার আশিক মাহমুদ, রোভার নূরে আলম পূর্ণ চৌধুরী, রোভার মোঃ আকিবুল ইসলাম চৌধুরী, গার্ল ইন রোভার সানজিদাহ তাবাসসুম, গার্ল ইন রোভার রোকসাত ইসলাম চৌধুরী প্রমূখ।

রোভার ও গার্ল ইন রোভার সদস্যরা দিনব্যাপী পৌরসভার ৬টি টিকাদান কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় সেবাদান করেন। রোভারদের এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

■ খবর প্রেরক: রোভার মোঃ সাকিব
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

স্কাউট মারিয়া তাসলিম
চট্টগ্রাম জেলা নৌ স্কাউটস

স্কাউট ঈশিতা দেবী
হাটহাজারী গার্লস হাই স্কুল, হাটহাজারী
চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম অঞ্চল

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

* **স্থাপিত ক্ষমতা :** ১৪৮০ মেগাওয়াট
* **বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা :** ১৪০১ মেগাওয়াট
* **চলমান ইউনিট সমূহ :** মোট ১০টি
  (স্টীম টারবাইন-৫টি, গ্যাস টারবাইন-১টি
  গ্যাস ইঞ্জিন-১টি, সিসিপিপি-২টি মডিউলার-১টি)

চলমান প্রকল্প সমূহ

* আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (নর্থ)
* আশুগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইস্ট)

আসন্ন প্রকল্প সমূহ

* পটুয়াখালী ৬২০x২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট
* আশুগঞ্জ ৮০ মেঃওঃ সোলার গ্রীড টাইড পাওয়ার প্ল্যান্ট

সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনে অঙ্গীকারাবদ্ধ

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ

(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০২, বাংলাদেশ
ফ্যাক্স : +৮৮-০৮৫২৮-৭৪০১৪, ৭৪০৪৪
E-mail : apscl@apscl.com, apsclbd@yahoo.com, Website : www.apscl.com

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 61, Issue 08, August-2017

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১ঃ০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578